

তা'তিলের ব্যাপারে সালাফীদের বাড়াবাড়ি

ইমাম বুখারী রাহঃ এর
ব্যাক্ষার ব্যাপারেও আলবানী
রাহঃ এর তাকফিরী
মনোভাব।

ইজহারুল ইসলাম

তা'তিলের ব্যাপারে সালাফীদের বাড়াবাড়ি

ইমাম বুখারী রাহঃ এর ব্যাষ্কার ব্যাপারেও আলবানী রাহঃ এর
তাকফিরী মনোভাব।

সূচিপত্র

| | |
|--|----|
| ভূমিকা ----- | 02 |
| ইমাম বোখারী রহ. সম্পর্কে শায়খ আলবানীর বক্তব্য ----- | 04 |
| শায়খ আলবানী (রহঃ) এর সম্পূর্ণ কথোপকথন ----- | 08 |
| আক্বিদার ক্ষেত্রে সালাফীদের ব্যাপারে কিছু মৌলিক কথা ----- | 13 |
| আলবানী সাহেব যা করেছেন ----- | 15 |
| তা'তীল বা মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে সালাফীরেদ বক্তব্য ----- | 15 |
| ইমাম বোখারী ব্যতীত অন্য যারা একই ব্যাখ্যা করেছেন ----- | 22 |
| সালাফী শায়খদের মাঝে যারা উক্ত ব্যাখ্যাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন ----- | 29 |
| আলবানী সাহেবের তাহকীকের প্রকৃত অবস্থা ----- | 33 |
| চূড়ান্ত আলোচনা ----- | 37 |
| ইমাম বোখারী থেকে যারা বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন ----- | 37 |
| বোখারী শরীফের নুসখা সমূহ ----- | 38 |
| বোখারী শরীফের গ্রহণযোগ্য প্রকাশনা ও সংস্করণ ----- | 43 |
| আলবানী সাহেব এর বক্তব্যের ভিত্তি ----- | 50 |
| সর্বশেষে চ্যালেঞ্জ ----- | 53 |

ভূমিকাঃ

ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যক্তিত্ব ও ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে তার অবস্থান কারও অজানা নয়। হাদীস শাস্ত্রের অদ্বিতীয় এই ইমামের খেদমতকে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তার কাছে ঋণী।

উলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও মতানৈক্য একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইজতেহাদ ও মাসআলা আহরণের ক্ষেত্রে এটি দোষণীয় হওয়ার পরিবের্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়। ইমাম বোখারী রহ. এর সাথে যুগে যুগে বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। এটি যেমন ইমাম বোখারীর সুউচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না, তেমনি মতানৈক্য করা দোষণীয় সেটাও প্রমাণ করে না। উলামায়ে কেরামের মাঝে অধিকাংশ মতানৈক্য ফিকহী মাসআলা-মাসাইল ও শাখাগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ। আক্বিদাগত বিষয়ে মৌলিকভাবে কোন মতানৈক্য না হওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। আক্বিদার ক্ষেত্রেও সামান্য মতানৈক্য হতে পারে, কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত কাউকে এই সামান্য মতানৈক্যের কারণে কাফের-মুশরিক, বিদআতী, গোমরাহ, মুলহিদ, যিন্দিক বা এজাতীয় গর্হিত শব্দ ব্যবহার কোনভাবেই কাম্য নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত পূর্ব থেকেই এই নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে।

শায়খ আলবানী ইমাম বোখারী রহ. এর সাথে অসংখ্য মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন। কিন্তু একারণে তিনি সমালোচিত হবেন না এবং এটাকে দোষণীয় মনে করার কিছু নেই। শায়খ আলবানী বোখারী শরীফের বেশ কয়েকটি হাদীসকে যযীফ বলেছেন, কিন্তু একারণেও শায়খ আলবানীর সমালোচনা করা হবে না বরং ইলমী আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা হবে।

আক্বিদা বিষয়ে যদিও কোন ধরনের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে আলবানী সাহেব অনেক উলামায়ে কেরামের সাথে মতানৈক্য করেছেন। এমনকি সউদীর বিখ্যাত শায়খ ইবনে বায রহ. ও সালেহ আল-উসাইমিন রহ. এর সাথে আক্বিদার ক্ষেত্রে তার অনেক মতানৈক্য রয়েছে।

এ বিষয়ে ড. সায়াদ আল বারীক এর লেখা “আল-ই'জায় ফি বা'যি মাখতালাফা ফিহিল আলবানী ও ইবনে উসাইমিন ও ইবনে বায” নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সাথে অনেক বিষয়ে আলবানী সাহেবের আক্ফিদাগত বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধগুলো খুব সাধারণ বিষয়ে নয়, বরং এগুলোর কারণে যে কোন একজনকে গোমরাহ বলা খুবই সহজ ব্যাপার। এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্বাফ তার “আল-বিশারতু ওয়াল ইতহাফ ফিমা বাইনা ইবনে তাইমিয়া ওয়াল আল-বানী ফিল আক্ফিদাতি মিনাল ইখতেলাফ” নামক বইয়ে। আক্ফিদা বিষয়ে তআলবানী সাহেব নিজের ঘরানা আলেমদের সমালোচনা না করলেও ইসলামের ইতিহাসে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হিসেবে খ্যাত আশআরী ও মাতুরীতিদেরকে ন্যাঙ্কারজনক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণের অংশ হিসেবে বড় বড় ইমামগণও তাদেরও সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকেনি। এ বিষয়গুলো বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য পৃথক বইয়ের প্রয়োজন।

বর্তমানে তথকথিত সালাফী আক্ফিদার অনুসারীগণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আচরণ বিধি ও নীতি-মালার কোন তোয়াক্কা না করে খুবই সাধারণভাবে মানুষকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকে। *কাউকে কাফের মুশরিক বলা যেন এদের কাছে পানি ভাতের মতো।* তাদের এই আচরণ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এগুলো তারা সহীহ আক্ফিদা অনুসরণের নামে করে থাকে।

এবার আমাদের মূল আলোচনায় আসা যাক। আলবানী সাহেব ইমাম বোখারী এর সাথে কোন বিষয়ে মতানৈক্য করলে সেটা আলোচনার প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু তিনি একটি আক্ফিদার ক্ষেত্রে রীতিমত ইমাম বোখারীর সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। আক্ফিদার ক্ষেত্রে তাদের এই তাকফীরি মনোভাব কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি কোনভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর নয়।

আমরা এখানে প্রত্যেকটি বিষয় দলিল সহ স্ক্রিনশট দিয়ে আলোচনা করবো এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে অনেক স্ক্রিনশট থাকবে। এ ব্যাপারে সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে, আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার জন্য বিরক্ত হবেন না।

ইমাম বোখারী রহ. সম্পর্কে শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

ইমাম বোখারী রহ. বোখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর তথা তাফসীর অধ্যায়ে সূরা ফাসাসের ৮৮ নং এর যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, সেটা মূলত: আলবানী সাহেবের আক্বিদা ও নীতি-মালার বিরোধী হওয়ার কারণে ইমাম বোখারীকে আক্রমণ করেছেন। আমরা শুরুতে নাসিরুদ্দিন আলবানী সাহেবের সম্পূর্ণ কথোপকথ উল্লেখ করবো।

মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত শায়খ আলবানীর ফতোয়া সঙ্কলন, ফতোয়াশ শায়খ আল-আলবানী এর ৫২২ ও ৫২৩ পৃ. স্ক্রিনশট নিচে দেয়া হলঃ

نقول لذلك السائل من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم
وصلاحهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه . . هذه عقيدتهم . . من
أين جاءوا بهذه العقيدة . . الله لا داخل عالم ولا خارجه . . مهما حاولوا
أن يتأولوا مثل هذا الكلام فإنه لا يقبل التأويل في شطره الثاني أبداً إلا
إنكار وجود الله تبارك وتعالى .

ونحن نعتقد أن كثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة لكن في الحقيقة أنهم
يقولون قولة الزنادقة . . الزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول
لأشياء مما تزعمون لا داخل العالم ولا خارجه .

لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام . وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي
الزندقة بعينها، لكن مع ذلك فهم لا يعلمون ويصدق فيهم قول رب
العالمين ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً﴾ الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ . .

سؤال: يا شيخ . . لي عدة أسئلة . . ولكن قبار . . أن أبداً أقول أنا
بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة وهي عندما قلت
أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى ﴿كل شيء
هالك إلا وجهه﴾ قال إلا ملكه . . بصراحة أنا نقلت هذا الكلام عن
كتاب اسمه (دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر) كتبه أحمد عصام الكاتب
وكنت معتقداً أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح ولا رلت أقول
يمكن نقله صحيح ولكن أريد أن أفرا عليك علامة في هذا الكتاب .

فهو يقول: قد تقدم ترجمة البخاري في سورة القصص ﴿كل شيء
هالك إلا وجهه﴾ إلا ملكه . . ويقال إلا ما أريد به وجه الله وقوله إلا
ملكه قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره ومعمر هذا هو
أبو عبيدة بن المثنى وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو .

فأنا طبعاً اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخارى بهذا الشيء ورجعت لصحيح البخارى دون الفتح . . أيضاً لم أجد هذا الكلام للإمام البخارى ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود فى رواية النسفى عن رواية البخارى .

فما أعرف جوابكم؟

جواب: جوابى قدم سلفاً

سؤال: أنا طبعاً أردت أن أبين هذا مخالفة أن أقع فى كلام عن الإمام البخارى وهو . . .

جواب: نعم جزاك الله خيراً . .

أنت سمعت منى الشك فى أن يقول البخارى هذه الكلمة . . لانه . .

﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ أى ملكه . .

يا أخى هذا لا يقوله مسلم مؤمن .

وقلت أيضاً إن كان هذا موجوداً فقد يكون فى بعض النسخ .

فإذا الجواب مقدم سلفاً . . وأنت جزاك الله خيراً الآن بهذا الكلام الذى

ذكرته يؤكد أن ليس فى البخارى مثل هذا التأويل الذى هو عين التعطيل .

سؤال: شيخنا . . على هذه كأنه موجود فى الفتح نحو من هذه

العبارة، وأنا أذكر أنى راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم فكاننى

وجدت مثل نوع هذا الاستدلال . يعنى موجود وهو فى بعض النسخ

لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز وجل وإلا مخلوقات الله عز وجل

مافى غير هذا .

وإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه . . أى إلا ملكه . . إذا ما هو الشيء الهالك؟

جواب: هذا يا أخى ما يحتاج إلى تدليل على بطلانه لكن المهم أن

تنزه الإمام البخارى أن يؤول هذه الآية وهو إمام فى الحديث وفى

الصفات وهو سلفى العقيدة والحمد لله .

শায়খ আলবানীর উক্ত বক্তব্যটি তার মাকতাবাতু তুরাসিল ইসলামী যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি মাকতাবায়ে শামেলা শায়খের উক্ত বক্তব্যটি দুরুসুন লিশ শায়খিল আলবানী নামক বইয়ে প্রকাশ করেছে। নিচের ফ্রিনশটটি লক্ষ্য করুন:

بيان قول البخاري في تفسير: (كل شيء هالك إلا وجهه)

السؤال

لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت: إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه في معنى قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88] قال: **إلا ملكه**.
صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه: دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر، كتبه أحمد عصام الكاتب، وكنت معتقداً أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح، ولا زلت أقول: يمكن أن يكون نقله صحيحاً، ولكن اقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب.
إذ يقول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص في قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88]، أي: **إلا ملكه**، ويقال: (إلا) ما أريد به وجه الله، وقوله: **إلا ملكه**، قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره، و معمر هذا هو أبو عبيدة بن المشي، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن، لكن بلفظ (إلا هو)، فأنا رجعت اليوم إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت ل صحيح البخاري دون الفتح، فلم أجد هذا الكلام للإمام البخاري، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري، فما جوابكم؟

الجواب

جوابي تقدم سلفاً.

السائل: أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أفع في كلام على الإمام البخاري.
الشيخ: أنت سمعت مني التشكيك في أن يقول البخاري هذه الكلمة؛ لأن تفسير قوله تعالى: { وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن: 27] أي: ملكه، يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن، وقلت أيضاً: إن كان هذا موجوداً فقد يكون في بعض النسخ، فإذا الجواب تقدم سلفاً، وأنت جزاك الله خيراً الآن بهذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل.
السائل: يا شيخنا! على هذا كان مثل هذا القول موجود في الفتح، وأنا أذكر أنني مرة راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم، فكانني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال، أي: أنه موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له: إنه لا يوجد إلا الله عز وجل، وإلا مخلوقات الله عز وجل، ولا شيء غيرها، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه، أي: **إلا ملكه**، إذا ما هو الشيء الهالك؟! الشيخ: هذا يا أخي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه، لكن المهم أن ننزه الإمام البخاري عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات، وهو سلفي العقيدة والحمد لله.
وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

দুরুসুন লিশ শায়খিল আলবানী, শামেলা।

দু'টি প্রকাশনীর কথা এজন্য উল্লেখ করলাম, শামেলাতে প্রকাশিত কথোপকথন এবং মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত কথোপকথনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় প্রশ্নের শুরুতে **يا شيخ** রয়েছে, কিন্তু শামেলাতে এটি নেই।
২. তুরাসিল ইসলামীতে রয়েছে, **أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة** এই কথাটি নেই। বরং শুধু এভাবে রয়েছে, **أنا غفلت بالأمس قد ذكرت مسألة أو**
৩. তুরাসুল ইসলামীতে আন মা'না রয়েছে, কিন্তু শামেলাতে মি মা'না রয়েছে।
৪. তুরাসুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত বইয়ে রয়েছে, **بي ساراهاتين**, কিন্তু শামেলাতে রয়েছে, **ساراهاتان**
৫. তুরাসুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় রয়েছে, **أن هذا الرجل إن شاء الله نقله** অথচ শামেলাতে রয়েছে, **أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح**
৬. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, **مومكينون** কিন্তু শামেলাতে রয়েছে, **ইমকিনু**
৭. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, **ولكن أريد أن أقرأ عليك علامة في هذا الكتاب** অথচ শামেলাতে রয়েছে, **ولكن أقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب**
৮. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, **فاحضرا** ইয়াকুলু কিন্তু শামেলাতে রয়েছে, **ইয ইয়াকুলু**
৯. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, **أنا** তবআন আল ইউম কিন্তু শামেলাতে রয়েছে, **ফাআনাল ইউম** রজা'তু।
১০. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, **فما أعرف جوابكم** কিন্তু শামেলাতে রয়েছে, **فما جوابكم?**

১১. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, جوابي تقدم سلفاً
سلفاً

১২. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, أنت سمعت مني التشكيك
مني التشكيك

১৩. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, أنا مرة راجعت هذه العبارة
راجعت هذه العبارة

১৪. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, ولا شيء غير ما في غير هذا
غيرها

১৫. তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে, لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه
شامেলাতে রয়েছে, لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه! هذا يا أخي

একই মজলিশের আলোচনায় মাত্র দুই পৃষ্ঠায় এতগুলো পার্থক্য থাকা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু পার্থক্য সাধারণ পর্যায়ের এবং কিছু পার্থক্য একটু গুরুতর। যাই হোক আমরা দু'টি বিষয়ের স্ক্রিনশট উপরে উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞ পাঠক উভয়ের মাঝে পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করুন। পরবর্তীতে আলোচনায় এই পার্থক্যগুলো আমাদের কাজে লাগবে।

শায়খ আলবানী (রহঃ) এর সম্পূর্ণ কথোপকথনঃ

আমরা এখানে শামেলা থেকে শায়খ আলবানীর সম্পূর্ণ কথোপকথন অনুবাদ সহ উল্লেখ করছি।

(كل شيء هالك إلا وجهه) : بيان قول البخاري في تفسير

السؤال

أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة، وهي : لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ { :إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه في معنى قوله تعالى : عندما قلت
إلا ملكه : قال [88:القصص] {إِلَّا وَجْهَهُ

دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر ، كتبه أحمد :صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه يمكن :عصام الكاتب ، وكننت معتقداً أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح، ولازلت أقول أن يكون نقله صحيحاً، ولكن أقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا { :قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص في قوله تعالى :إذ يقول إلا ملكه، :ما أريد به وجه الله، وقوله (إلا) :إلا ملكه، ويقال :، أي[88:القصص] {وَجْهَهُ قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره، و معمر هذا هو أبو عبيدة بن المثني ، ، فأنا رجعت اليوم إلى الفتح نفسه (إلا هو)وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن ، لكن بلفظ فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لـ صحيح البخاري دون الفتح ، فلم أجد هذا الكلام للإمام البخاري ، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري ، فما جوابكم؟

الجواب

جوابي تقدم سلفاً

أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام على الإمام البخاري :السائل

:أنت سمعت مني التشكيك في أن يقول البخاري هذه الكلمة؛ لأن تفسير قوله تعالى :الشيخ هذا لا يقوله !ملكه، يا أخي :أي [27:الرحمن] {وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} إن كان هذا موجوداً فقد يكون في بعض النسخ، فإذا الجواب :مسلم مؤمن، وقلت أيضاً تقدم سلفاً، وأنت جزاك الله خيراً الآن بهذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل

على هذا كأن مثل هذا القول موجود في الفتح ، وأنا أذكر أنني مرة !يا شيخنا :السائل أنه :راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم، فكأنني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال، أي إنه لا يوجد إلا الله عز وجل، وإلا :موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له إلا :مخلوقات الله عز وجل، ولا شيء غيرها، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه، أي لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه، !هذا يا أخي :الشيخ !!ملكه، إذا ما هو الشيء الهالك؟ لكن المهم أن ننزه الإمام البخاري عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات، وهو سلفي العقيدة والحمد لله

অনুবাদ:

প্রশ্ন: আমার কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নগুলো শুরু করার পূর্বে আমি বলবো, আমি গতকাল এই মাসআলাটি আলোচনা করার সময় একটা বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি। বিষয়টি হলো, বোখারী শরীফে সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত (আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ. আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ রাজত্ব (অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)।

স্পষ্টত: আমি এই কথাটি একটি কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি। কিতাবের নাম হলো, দিরাসাতুন তাহলীলিয়াতুন লিআকিদাতি ইবনে হাজার। কিতাবটি লিখেছেন, আহমাদ ইসাম আল-কাতিবা আমি বিশ্বাস করি, এই লোকটির উদ্ধৃতি ইনশাআল্লাহ সঠিক। আমি এখনও বলছি, তার উদ্ধৃতি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি আপনার সম্মুখে তার বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি। সে লিখেছে, [পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত তথা, আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ. এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয়েছে, তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম বোখারী এর বক্তব্য [আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত..] ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন, [ইমাম বোখারী থেকে নাসাফী রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে, *وقال معمر* (ইমাম মা'মার বলেছেন), অতঃপর, ইমাম বোখারী রহ. উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ নাসাফীর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এটি ইমাম মা'মার এর বক্তব্য এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বোখারী এটা বর্ণনা করেছেন)। এখানে ইমাম মা'মার হলেন, আবু উবাইদা ইবনুল মুসান্না। ইমাম মা'মার তার মাজায়ুল কুরআনে এ সম্পর্কে লিখেছেন, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।] (ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য শেষ হলো)।

আমি আজ ফাতহুল বারী দেখেছি, কিন্তু ইমাম বোখারী রহ. এর বক্তব্যটি পাইনি এবং ফাতহুল বারী ছাড়া শুধু বোখারী শরীফ দেখেছি, সেখানেও পাইনি। তবে তিনি বোধ হয় ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি ইমাম নাসাফীর বর্ণনায় রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার উত্তর কী?

উত্তর: আমার উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আমি এটি উল্লেখ করেছি যেন ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাপারে কোন অমূলক কথা না বলি..

শায়খ: ইমাম বোখারী রহ. এ কথা বলেছেন কি না, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের বিষয়টি তুমি আমার কাছ থেকে শুনেছো। কেননা, আল্লাহর বাণী (মহান পরাক্রমশালী ও মহা সম্মানিত আল্লাহর চেহারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে) এর ব্যাখ্যা আল্লাহর রাজত্ব অবশিষ্ট থাকবে। **হে আমার ভাই, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না।** আমি এও বলেছি, উক্ত কথাটি যদি থাকে, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। সুতরাং আমার উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জাযাকাল্লাহ, আপনি এখন যে কথাটি উল্লেখ করলেন, তা বিষয়টিকে শক্তিশালী করে যে, **হুবহু তা'তীলের পর্যায়ভুক্ত ব্যাখ্যাটি বোখারী শরীফে নেই।**

প্রশ্নকর্তা: হে আমাদের শায়খ, তবে ফাতহুল বারীতে এধরণের একটি কথা রয়েছে। এবং আমার স্মরণ রয়েছে, আমি একবার তাদের দলিলে এটি দেখেছি। সুতরাং এজাতীয় একটি দলিল আমি পেয়েছি। অর্থাৎ কথাটি রয়েছে, তবে কিছু নুসখায়। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, হয়তো আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান থাকবে এবং তার মাখলুক বিদ্যমান থাকবে, এর বাইরে কিছু নেই। সুতরাং যখন আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বা তার রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে, তাহলে এখানে কোন জিনিস ধ্বংস হবে?

শায়খ: উক্ত ব্যাখ্যাটি বাতিল হওয়ার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক উক্ত আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা থেকে তাকে আমরা মুক্ত মনে

করবো। তিনি হাদীস শাস্ত্র ও সিফাত সম্পর্কিত বিষয়ের ইমাম। আল-হামদুলিল্লাহ তিনি সালাফী আক্বিদার অনুসারী।

(অনুবাদ শেষ হলো)

উপরে আলবানী সাহেবের সঙ্গে একটি আক্বিদার বিষয়ে একজন প্রশ্নকারীর কিছু কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। আক্বিদাগত পরিভাষার সাথে যারা পরিচিত নন, তাদের কাছে উক্ত আলোচনার মর্ম অস্পষ্ট থাকতে পারে। এখানে আসলে কী আলোচনা করা হলো অনেকে হয়তো সেটাই ধরতে পারছেন না। আমরা ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমে সহজে উক্ত আলোচনাটি উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

এখানে খুব সাধারণ কিছু বিষয় বোঝা প্রয়োজন,

১. ইমাম বোখারী এমন কী ব্যাখ্যা করেছেন, যার কারণে তার উপর অভিযোগ করা হলো।
২. উক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা ইমাম বোখারী করেছেন, সেটা কি আসলেই ভুল এবং এই ব্যাখ্যাটা কি এমন যে, তা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে পারে না?
৩. ইমাম বোখারীর ব্যাখ্যাটাকে শায়খ আলবানী হুবহু তা'তীল বলেছেন, এখানে জানার বিষয় হলো, তা'তীল কী, এবং শরীয়তে তা'তীলের বিধান কী?
৪. ইমাম বোখারীর উক্ত ব্যাখ্যাটাকি আসলেই হুবহু তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত?
৫. শায়খ আলবানী যে ইমাম বোখারী কর্তৃক এধরণের ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন, এই সন্দেহের বাস্তবাত কী?
৬. বোখারী শরীফের কিছু নুসখায় থাকার ব্যাপারে আলবানী সাহেবের উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

কিছু মৌলিক কথা:

সালাফীরা তাউহীদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকে। ইবনে তাইমিয়া রহ. দুইভাগে ভাগ করেছেন,

১. তাউহদীদুর রুবুবিয়া
২. তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

পরবর্তী সালাফীরা একে তিন ভাগে ভাগ করে থাকে,

১. তাউহিদুর রুবুবিয়া
২. তাউহিদুল উলুহিয়া
৩. তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

অবশ্য সালাফীদের শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম রহ. তাউহীদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

১. আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ইমাম রাখা।
২. আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ইমান রাখা।
৩. আল্লাহর উলুহিয়াত তথা আল্লাহর ইবাদতের উপর ইমান রাখা।
৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ইমান রাখা।

শায়খ সালাহ আল-ফাউয়ানও তাউহীদকে এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যদিও তাউহীদকে এভাবে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক রয়েছে। শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্কাফ এই বিভাজনের বিরুদ্ধে একটি কিতাব লিখেছেন, আত-তানদীদ লিমান আদাদাত তাউহীত।

যাই হোক, উপরে প্রত্যেকের বিভাজনে একটি বিষয় রয়েছে, সেটি হলো, তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ইমান আনয়ন করা।

এই বিষয়ে মূলত: আশআরী - মাতুরীদি এবং হাম্বলী তথা বর্তমানের সালাফীদের সাথে যতো বিরোধ। আমি বিস্তারিত কোন আলোচনায় যাবো না। আল্লাহ তায়ালা সফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে সালাফীদের বক্তব্য হলো, এগুলোর কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না। যারা আল্লাহ তায়ালা সফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এরা জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলা বলে। জাহমিয়া মূলত: জাহাম ইবনে সাফওয়ান (৭৮ হি:-১২৮ হি:) এর অনুসারীদেরকে বলা হতো। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে একাংশ যারা সমগ্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা আশআরী ও মাতুরীদেরকে জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলা বলে।

যাই হোক, বর্তমানের তথাকথিত সালাফীদের মূল বিষয় হলো, তারা আল্লাহ তায়ালা সফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করীকে জাহমিয়া, মুয়াত্তিলা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। আর এধরনের ব্যাখ্যাকে তারা তাউহীদুল আসমা ওয়াস সফাতের পরিপন্থী মনে করে। তা'তীল শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু অস্বীকার বা বাতিল করা। যারা আল্লাহ সফাত বা গুণ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করে তাদেরকে এরা মুয়াত্তিলা বলে। আর এই ব্যাখ্যা করাকে তা'তীল মনে করে।

সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহর ওয়াজহ বা চেহারার কথা বলা হয়েছে। এখন ইমাম বোখারী রহ. এই চেহারা শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহর রাজত্ব করেছেন। ইমাম বোখারীর এই ব্যাখ্যাটার কারণেই আলবানী সাহেবের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়েছে। এধরনের ব্যাখ্যা যেহেতু সালাফীদের নিকট তাদের তাউহীদি ধারণার পরিপন্থী অর্থাৎ তাউহীদু আসমা ওয়াস সফাত এর পরিপন্থী একারণে আলবানী সাহেব বলেছেন, এই ব্যাখ্যাটা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। আর এভাবেই, হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম বোখারী রহ. এর উক্ত ব্যাখ্যাকে তাদের দৃষ্টিতে কুফুরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন এবং ইমাম বোখারীর বক্তব্যটাকে বলে মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না বলে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইমাম বোখারী রহ. এর অবস্থান: সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহর চেহারা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর রাজত্ব।

আলবানী সাহেব যা করেছেন:

১. ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, এটা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। তাহলে এটা কার কথা?
২. তিনি উক্ত ব্যাখ্যাটাকে কুফুরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
৩. দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে বোখারী শরীফে বিষয়টি থাকার সত্ত্বেও কিছু নুসখায় আছে বলে একটা মারাত্মক ভুল দাবী করেছেন।

আলবানী সাহেবের কথা অনুযায়ী উক্ত ব্যাখ্যাটি তা'তীল এবং কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয়। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলবানী সাহেব এর কথা তার কোন ভক্ত অস্বীকার করতে পারবেন না। এখন, বিষয়টি যদি বোখারীতে থাকে, তাহলে ইমাম বোখারী আলবানীর আক্রমণের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর যদি না থাকে তাহলে তিনি এর থেকে মুক্ত থাকবেন। একই ভাবে আলবানীর এই তাকফিরি বক্তব্য তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যারা উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তা'তীল বা মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে সালাফীরেদ বক্তব্যঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে শায়খ আলবানী ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত। আসুন, প্রথমে আমরা জেনে নেই, তা'তীল বা মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে সালাফীরেদ বক্তব্য কি। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় কয়েকটি কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবো।

উদাহরণ: (১)

সালাফীদের বিভিন্ন শায়খের সমন্বয়ে লিখিত ১৬ খন্ডে প্রকাশিত আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফিল আজহ্বাতুন নজদিয়া নামক কিতাবে রয়েছে,

فإن تعطيل الصفات، عما دلت عليه كفر، والتشبيه فيها كذلك كفر

অর্থাৎ কোন সিফাতকে বাতিল তথা তা'তীল করা কুফুরী এবং একইভাবে কোন সিফাতকে তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়াও কুফুরী।

সূত্র: আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফিল আজইবাতুনুন নজদিয়, খ.২, পৃ.৩১, তাহকীক: আব্দুর রহামন বিন মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম। ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬

নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,

لمعرفته ، ومحبته ، والخضوع له ، وتعظيمه ، والإنابة إليه ،
والتوكل عليه ، وإسلام الوجه له ؛ وهذا ، هو الإيمان
المطلق ، المأمور به ، في جميع الكتب السماوية ، وسائر
الرسالات النبوية ، ويدخل في باب معرفة الله تعالى : توحيد
الأسماء ، والصفات ؛ فيوصف سبحانه ، بما وصف به نفسه ،
من صفات الكمال ، ونعوت الجلال ، وبما وصفه به
رسوله ﷺ ، لا يتجاوز ذلك ، ولا يوصف إلا بما ثبت في
الكتاب ، والسنة .

وجميع ما في الكتاب والسنة ، يجب الإيمان به ، من
غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تمثيل ؛ قال الله
تعالى : (والله الأسماء الحسنى) [الأعراف : ١٨٠] فأسماءه
كلها حسنى ، لأنها تدل على الكمال المطلق ، والجلال
المطلق ، والصفات الجميلة ؛ فنثبت ما أثبتته الرب لنفسه ، وما
أثبتته رسوله ﷺ ، لا نعطله ، ولا نلحد فيه ، ولا نشبه صفات
الخالق بصفات المخلوق ؛ فإن تعطيل الصفات ، عما دلت
عليه : كفر ؛ والتشبيه فيها ، كذلك : كفر .

وقد قال مالك بن أنس ، رحمه الله ، لما سأله رجل ،
فقال : (الرحمن على العرش استوى) [طه : ٥] كيف
استوى ؟ فاشتد ذلك على مالك رحمه الله ، حتى علتة
الرحضاء ، إجلالاً لله ، وهيبة له ، من الخوض في ذلك ؛ ثم
قال رحمه الله : الاستواء معلوم ، والكيف غير معقول ،
والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ؛ يريد رحمه الله

সালাফীরা মুয়াত্তিলাদের পাশাপাশি জাহমিয়াদেরকেও কাফের বলে থাকে। উল্লেখ্য, বর্তমানে তারা জাহমিয়া দ্বারা আশআরী ও মাতুরীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির তাফসীরে কাবীরের গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী রহ. এর বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। এগুলোর মূল কারণ হলো, ফখরুদ্দিন রাযী রহ. আশআরী আফ্রিদার অনুসারী ছিলেন। বিশেষভাবে ইবনে তাইমিয়ার “বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া” বইটি আশআরী ও মাতুরীদের বিরুদ্ধে লেখা। এই বইয়ে তিনি জাহমিয়া দ্বারা এদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বইয়ে এই দুই আফ্রিদার অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে এটি 10 খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে মূল নাম হলো, “নকজু আসাসিত তাকদীস”। ফখরুদ্দিন রাযী রহ. এর বিখ্যাত কিতাব আসাসুত তাকদীস এর বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া রহ. এই কিতাবটি লেখেন। এই বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে ফখরুদ্দিন রাযীকে বিভিন্ন গর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যার অনেকগুলো তাকফিরি শব্দ। অথচ এই ধরনের আচরণ কখনই শরীয়ত সমর্থিত নয়।

উদাহরণ(২):

সম্প্রতি দারুল আসিমা থেকে প্রকাশিত “ইজমাউ আহলিস সুন্নাতিন নববিয়্যাতি আলা তাকফিরিল মুয়াত্তিলাতিল জাহমিয়্যাতি”।

এটি মূলত: সউদীর বিখ্যাত তিন শায়খের রচনার সঙ্কলন।

১. ইবরাহিম ইবনে আব্দুল লতিফ
২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতিফ।
৩. শায়খ সুলাইমান বিন সাহমান।

এই তিন শায়খ মুয়াত্তিলা ও জাহমিয়াদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা বা ঐকমত্যের দাবী করেছেন। তারা তাদের কিতাবে জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের তাকফিরি শব্দ উল্লেখ করেছেন।

السلسلة السلفية للرسائل المكتوبة الخيرية (A-0)

إجماع أهل السنة النبوية

على

تكفير المعطلة الجهمية

مجمع يضم عدو رسائل لكل من

- الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (١٣٢٩ - ١٣٨٠ هـ)
 الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ (١٣٢٥ - ١٣٣٩ هـ)
 الشيخ العلامة سليمان بن سحان الفزيعي الخثعمي (١٣٦٦ - ١٣٤٩ هـ)

جمع وتحقيق وتخرىج
 عبد العزيز بن عبد الله الزبير آل حمد

دار العبادة
 للنشر والتوزيع

উদাহরণ (৩):

যারা আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে তাদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়াও অনেক তাকফিরি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষভাবে মুয়াত্তিলা ও জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া-তে মুয়াত্তিলা ও জাহমিয়াদের সম্পর্কে কুফুরীর কথা উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করুন,

عندهم حصول الإيمان والعلم والمعرفة في قلوبهم بدلاً من الكفر والجهل؛ وهو حصول المثل والحد والاسم في السماء والأرض .

وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب، فلا يقر به من كذب بأن الله فوق العرش ، من هؤلاء المعطلة الجهمية ، الذين كان السلف يكفرونهم ، ورون بدعتهم أشد البدع ، ومنهم من يرام خارجين عن التثنية والسبعين فرقة: مثل من قال إنه في كل مكان، أو إنه لداخل العالم ولا خارجه^(١)؛ لكن عموم المسلمين ، وسلف الأمة وأهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك ؛ فيكون العبد متقرباً بحركة روحه وبدنه إلى ربه ، مع إنباتهم أيضاً التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة ، وإنباتهم أيضاً تحول روحه وبدنه من حال إلى حال .

(فالأول) مثل معراج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعروج روح العبد إلى ربه ، وقربه من ربه في السجود وغير ذلك .

(والثاني) : مثل الحج إلى بيته ، وقصده في المساجد .

(والثالث) : مثل ذكره له ودعائه ، ومحبه وعبادته ، وهو في بيته ؛ لكن في هذين يقرون أيضاً بقرب الروح أيضاً إلى الله نفسه ، فيجمعون بين الأنواع كلها .

(١) بالأصل سطر لم يتضح للناسخ .

উপরের সামান্য আলোচনা থেকে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সালাফিদের নিকট তা'তীল কতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অনেকেই তা'তীল ও মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে না জেনে বিষয়টিকে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে করেছেন। শায়খ আলবানী যখন ইমাম বোখারী রহ. এর উক্ত বক্তব্যকে হুবহু তা'তীল বলে উল্লেখ করলেন, তখন এটি কতো মারাত্মক কথা তা উপরের কয়েকটি থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

শায়খ আলবানী তার বক্তব্যে যেই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন, ইমাম বোখারী রহ. এর মতো এতো বড় মুহাদ্দিস সূরা ফাসাসের ৮৮ নং আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আর যদি বোখারী উক্ত বক্তব্যটি থাকেও, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার সাথে আলবানী সাহেব এর এমন কি শত্রুতা রয়েছে, যার কারণে তিনি একে বললেন, কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি আলোচনার শেষে বলেছেন, ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক এধরনের ব্যাখ্যা থেকে আমরা তাকে মুক্ত মনে করবো। এর দ্বারা স্পষ্ট যে, উক্ত ব্যাখ্যাটি আলবানী সাহেবের নিকট কতো মারাত্মক। বিষয়টি তার নিকট এতটাই গুরুতর যে, তিনি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে উক্ত বক্তব্যটি বোখারী শরীফে থাকা সত্ত্বেও বললেন, এটি বোখারীতে যদি থাকে, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। উক্ত কথাটি বোখারী শরীফে আছে কি না, এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী ছাড়া আর কে কে উল্লেখ করেছেন, তা আলোচনা করবো।

ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাখ্যাটি হলো, বোখারী শরীফে সূরা ফাসাসের ৮৮ নং আয়াত **كُلُّ** **شَيْءٍ** **هَالِكٌ** **إِلَّا** **وَجْهَهُ** (আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ. আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ রাজত্ব (অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)। লক্ষ্য করুন,

সূরা কাসাস

يَقَالُ الْأَوْجُهَةُ الْأَمَلَكَةُ ، وَيُقَالُ الْأَمَارِيذُ بِهِ وَجَهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ
فَعُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ الْحُجَجُ

বলা হয়, الْأَوْجُهَةُ তাঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং এ-ও বলা হয়, যে কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংস হবে)। মুজাহিদ (র) বলেন, الْأَنْبَاءُ অর্থ প্রমাণাদি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কৃত বোখারী শরীফ, অষ্টম খণ্ড, পৃ.১৩০। তাফসীর অধ্যায়। সূরা কাসাস এর তাফসীর।

উক্ত তাফসীরটি বোখারী শরীফে আছে কি না, সেটা আলোচনার পূর্বে সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের তাফসীর যারা হুবহু ইমাম বোখারীর মতো উল্লেখ করেছেন, তাদের নাম উল্লেখ করবো। নিশ্চয় যাদের কথা উল্লেখ করা হবে, তাদের প্রত্যেকেই ক্ষেত্রেই কি একথা বলা সম্ভব যে, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি কুফুরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত?

ইমাম বোখারী ব্যতীত অন্য যারা একই ব্যাখ্যা করেছেন:

১. **ইবনে তাইমিয়া রহ.** তার বয়ানু তালবিবিসিল জাহমিয়া নামক কিতাবে ইমাম ইবনে কাইসান থেকে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন, বয়ানু তালবিবিসিল জাহমিয়া, খ.১ পৃ.৫৮১ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম বোখারীর উক্ত ব্যাখ্যাটি হুবহু ইমাম ইবনে কাইসান থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া এর দ্বিতীয় খন্ডে এটি উল্লেখ করেছেন। নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,

وقد روى عن عبادة بن الصامت قال « يجاء بالدينا يوم القيامة فيقال :
ميزوا ما كان لله منها . قال : فيماز ما كان لله منها ، ثم يؤمر بسأرها فيلقى
في النار . »

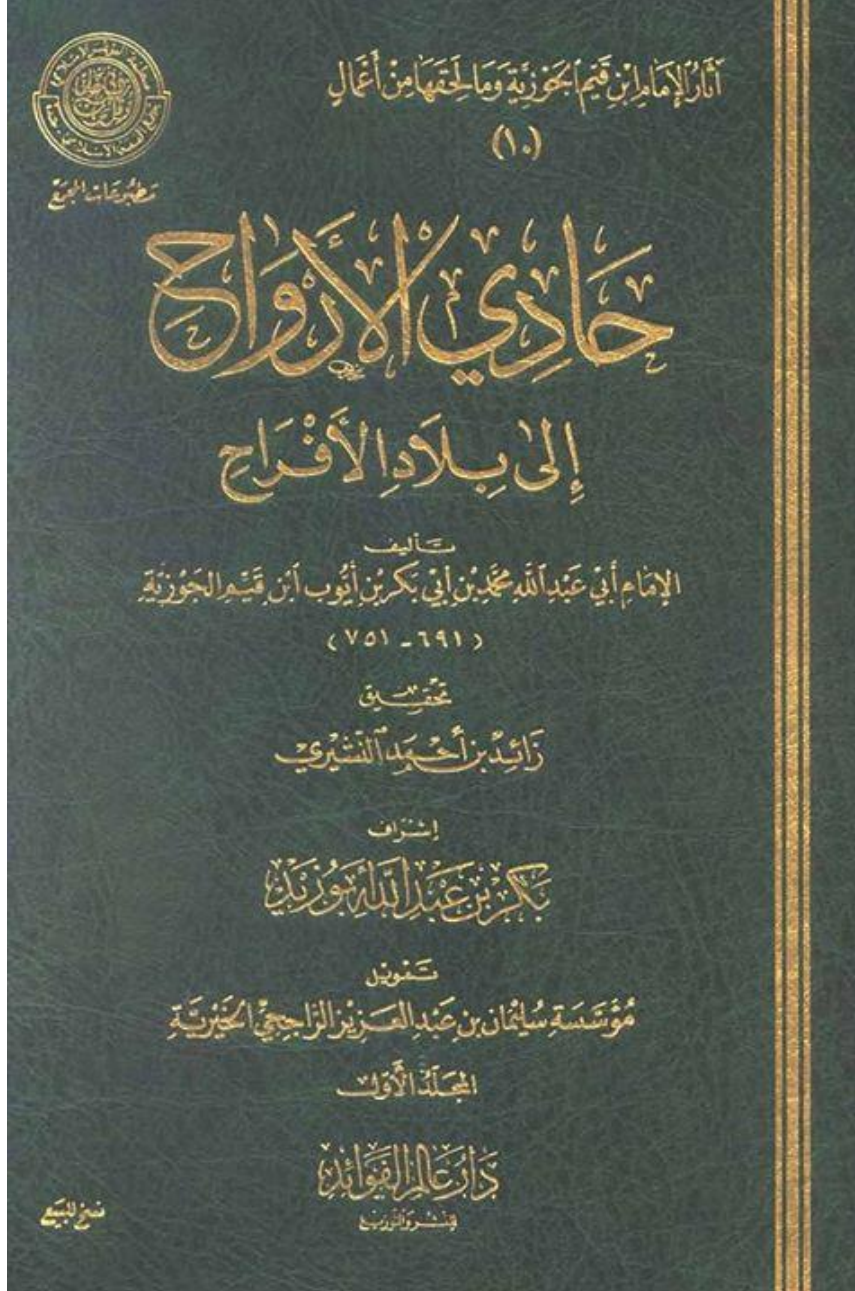
وقد روى عن علي ما يعم . ففي تفسير الثعلبي عن صالح بن محمد عن سليمان
ابن عمرو عن سالم الأفتس عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب
« أن رجلاً سأله ، فلم يعطه شيئاً . فقال : سألتك بوجه الله فقال له علي : كذبت
ليس بوجه الله سألتني ، إنما وجه الله الحق ، ألا ترى إلى قوله : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ) يعني الحق - ولكن سألتني بوجهك الخلق ، وعن مجاهد « إلا هو »
وعن الضحاك « كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار ، والعرش » وعن ابن
كيسان « إلا ملكه » .

وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة ، كالوعد
والعدة ، والوزن والوزنة ، والوصل والصلة ، والوسم والسمة ، لكن فعلة
حذفت فاؤها وهي أخص من الفعل ، كالأكل والإكلة . فيكون مصدرأ بمعنى
التوجه والقصد ، كما قال الشاعر :

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل

ثم إنه يسمى به المفعول ، وهو المقصود المتوجه إليه ، كما في اسم الخلق ،
ودرهم ضرب الأمير ونظائره ، ويسمى به الفاعل المتوجه ، كوجه الحيوان ،
يقال : أردت هذا الوجه ، أي هذه الجهة والناحية . ومنه قوله : (وَنَلَّهَ الْتَشْرِيقُ

২. ইবনুল কাইয়িম রহ: ইবনুল কাইয়িম রহ. (৬৯১-৭৫১ হি:) তার হাদীল আরওয়াহ নামক বইয়ে ইমাম বোখারীর উক্ত বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করেছেন,



হাদীল আরওয়াহ কভার পেজ।

منه غراسًا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسَّع في أعمال البر^(١) وسَّع له في الجنة، وكلما عمل خيرًا غُرِسَ له به هناك غراس، ويُني له به بناء^(٢)، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به، فهذا القدر لا يدُلُّ على أنَّ الجنة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك.

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصص / ٨٨] فإنَّما أُتِيَتْ من عَدَم فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلها^(٣)، فلا أنتم وفَقَّتُمْ لفهم معناها ولا إخوانكم، وإنَّما وفَّقَ لفهم معناها السلف، وأئمة الإسلام، ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية.

قال البخاري في «صحيحه»: «يقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾: إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجهه»^(٤).

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: «فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأنَّ أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبِيدُ ولا يذهب؛ لأنه سَقْفُ الجنة، والله سبحانه وتعالى عَلِيٌّ، فلا يهلك ولا يبِيدُ.

(١) ليس في «ب».

(٢) في «ب»: «وبني له بيتًا»، ووقع في «ج، د»: «له بناء».

(٣) وقع في «أ»: «فنائها، وخرابها وموت أهلها» بالافراد.

(٤) انظر: صحيح البخاري: (٦٨) التفسير (٢٦٢)، باب: تفسير سورة الفصص: (١٧٨٨/٤).

৩. ইমাম মাওয়ারদী রহ. (৩৬৪-৪৫০ হি:) তার বিখ্যাত তাফসীর আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তাফসীরে মাওয়ারদীতে ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন। স্ক্রিনশটটি দেখুন,

سورة القصص الآية - ٨٥ - ٨٨

أحدها: معناه إلا هو^(٢٩٩)، قاله الضحاك .
 الثاني: إلا ما أريد به وجهه، قاله سفیان الثوري .
الثالث: إلا ملكه، حكاه محمد بن إسماعيل البخاري .
 الرابع: إلا العلماء فإن علمهم باق، قاله مجاهد .
 الخامس: إلا جاهه كما يقال لفلان رجه في الناس أي جاه، قاله أبو عبيدة .
 السادس: الوجه العمل ومنه قولهم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي عمله . وقال الشاعر^(٣٠٠):
 أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل
 ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ فيه وجهان:
 أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره، قاله الضحاك وابن شجرة .
 الثاني: أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره، قاله ابن عيسى .
 ﴿وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، والله أعلم .

(٢٩٩) بينا فيما مضى أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكليف كما قال تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفسير .
 (٣٠٠) الطبري (١٢٧/٢٠) ولم يعرف قائل هذا البيت .

8. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. (মত্: ৩৭৫ হি:) তার তাফসীরে সমরকন্দী যেটি বাহরুল উলুম নামে প্রসিদ্ধ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় চেহারা এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, আল্লাহর রাজত্ব

مِنْهَا ﴿ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَلَا يُجْزَى ﴾ يعني : لا يثاب ﴿ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يعني : بصيبيهم بأعمالهم قوله عز وجل : ﴿ إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ يعني : أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك بالعمل بما في القرآن ﴿ لَرَأَيْدُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ وروى سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال الموت (١) وقال السدي إلى معاد يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة (٢) وقال القتيبي معاد الرجل يبلده لأنه يتصرف في البلاد ويتصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم لمفارقتها مكة لأنها مولده وموطنه ومنشأه وبها عشرته واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه أنه سيرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى ﴾ أي يعني : بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ وذلك حين قالوا فنزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى يعني : فانا الذي جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في ضلال مبين نحن أو أنتم ثم قال عز وجل : ﴿ وَمَا كُنْتُ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ يعني : أن يلقي وينزل عليك القرآن ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾ ويقال في الآية تقديم ومعناه أن الذي فرض عليك القرآن يعني : جعلك نبياً ينزل عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً يوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهراً ويقال إلا رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال : ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ يعني : عوناً للكافرين حين دعوه إلى دين أبائهم ﴿ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ يعني : لا يصرفك عن آيات الله القرآن والتوحيد ﴿ يَبْعُدْ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ ﴾ أي : بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ يعني : ادع الخلق إلى توحيد ربك ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ يعني : لا تكونن مع المشركين على دينهم ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ أي : لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ يعني : لا خالق ولا رازق غيره ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ يعني : تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا وجهه أي كل عمل هالك لا ثواب له إلا ما يراد به وجه الله عز وجل ويقال كل شيء متغير إلا ملكه فإن ملكه لا يتغير ولا يزال إلى غيره أبداً ﴿ لَهُ الْحُكْمُ ﴾ أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يعني : إليه المرجع في الآخرة ليجازيكم بأعمالكم وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من قرأ سورة القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . (صدق الله جل ريتا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله قوله صدق ووعدته حق) (٣)

(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٥ وعزاه للقرطبي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٥ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

(٣) سقط في ط.

৫. ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত: ৫১৬ হি:) তার তাফসীরে বাগাবীতে একই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন,

الجزء العشرون

سورة القصص

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
 إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾، یعنی القرآن، ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾، إلى معرفته وتوحيده، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ والمراد به أهل دينه، أي: لا تظاهر الكفار ولا توافقهم .
 ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، أي: إلا هو، وقيل: إلا ملكه، قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه، ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾، أي: فصل القضاء، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، تردون^(١) في الآخرة فيجزىكم بأعمالكم .

(١) ساقط من الآية .

৬. ইমাম সা'লাবী রহ. (মৃত:৪২৭ হি:) তার বিখ্যাত তাফসীরে সা'লাবী-তে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন,

الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي

২৬৪

عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلاً سأله، فلم يعطه شيئاً، فقال: أسألك بوجه الله، فقال له علي: كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق، ألا ترى قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ يعني الحق؟ ولكن سألتني بوجهك الخالق^(١) كلَّ شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش [١٣٧]. ابن كيسان: إلا ملكه. ﴿له الحكم وإليه ترجعون﴾.

(١) في نسخة أصفهان: الخالق الضحاك.

তাফসীরে সা'লাবী, খ.৭, পৃ.২৬৮

সালাফী শায়খদের মাঝে যারা উক্ত ব্যাখ্যাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

৭. সাইদ বিন নাসের আল-গামিদী আর রদ্বুল আলা মুনকিরি সিফাতাইল ওয়াজহি ওয়াল ইয়াদ কিতাবে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন,

الرد على منكر صفتي الوجه واليد (৭০)

التفسير بلازم الصفة لا يقتضي نفي الصفة

الأمر السادس : لو صح أن المراد بقوله تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ ذاته ونفسه ، وأن المراد بقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾^(۱) أي إلا ما كان لوجهه ، أو إلا دينه وإرادته وعبادته أو إلا ذاته أو إلا هو^(۲) وغير ذلك كقول من قال إلا ملكه ، أقول لو افترضنا أن هذه التفسيرات للآيتين صحيحة فإنه لا يلزم منه نفي صفة الوجه عن الله تعالى ، إذ غايته أن تكون هذه التفسيرات - إن صحت - تفسيرات بلازم الصفة وهذا لا يقتضي نفي الصفة كما سبق أن ذكرنا .

(۱) سورة القصص ، ۸۸ .

(۲) انظر تفسير الطبري ۱۱ / ۱۲۷ والفتاوى ۲ / ۴۲۷ - ۴۳۴ البغوي / ۵

۱۸۶ ، تفسير صديق خان ۷ / ۱۸۱ ، ۹ / ۱۷۷ .

আর রদ্বুল আলা মুনকিরি সিফাতাইল ওয়াজহি ওয়াল ইয়াদ, পৃ.৭০

৮. সালাফী শায়খ উমর সুলাইমান আল-আশকার তার আল-জান্নাতু ওয়ান নার বইয়ে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন।

وقيام الناس من القبور ، فهذا باطل ، يرد ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر ، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها ، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شيء ، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرى - فهذا حق لا يمكن رده ، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر .

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾^(১) ، فأنتم من سوء فهمكم معنى الآية ، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلها !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية ، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن المراد « كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والهلاك « هالك » ، والجنة والنار خلقنا للبقاء لا للفناء ، وكذلك العرش ، فإنه سقف الجنة .

وقيل : المراد إلا ملكه . وقيل : إلا ما أريد به وجهه . وقيل : إن الله تعالى أنزل : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾^(২) ، فقالت الملائكة : هللك أهل الأرض ، وطعموا في البقاء ، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون ، فقال : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾^(৩) لأنه حي لا يموت ، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة ، الدالة على بقاء الجنة ، وعلى بقاء النار أيضاً ، على ما يذكر عن قريب ، إن شاء الله تعالى^(৪) .

(১) سورة القصص : ৪৪ .

(২) سورة الرحمن : ২৬ .

(৩) سورة القصص : ৪৪ .

(৪) شرح الطحاوية : ص ৪৭৭ ، وراجع في هذا الموضوع « بقئلة أول الاعتبار لصديق حسن خان ص : ৩৭ ، وعقيدة السقاري : (২/ ২৩০) .

৯. সালাফীদের বিখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান তার শরহ কিতাবিত তাউহীদ মিন সহিহিল বোখারী নামক কিতাবে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন,

২৭২

قال : « باب قول الله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه)

•••

أراد البخارى بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله - تعالى - وهو ثابت لله تعالى في آيات وأحاديث كثيرة . سيأتى ذكر شيء منها .

قال ابن كثير : (كل شيء هالك إلا وجهه) إخبار بأنه الدائم الباقي ، الحى القيوم الذى تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال : (كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (١) ، فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هاهنا : (كل شيء هالك إلا وجهه) ، أى إلا إياه (٢) .

قلت : قوله : « فعبر بالوجه عن الذات ، لا يقصد نفى صفة الوجه عن الله تعالى ، وإنما مراده : أن الذات تابعة للوجه ، فاكتفى تعالى بذلك .

وقد ذكر البخارى - رحمه الله - هذه الآية في التفسير ، وأعقبها بقوله : « إلا ملكه ويقال : إلا ما أريد به وجهه » (٣) . ولم يذكر غير هذا ، فقد يقال : إن هذا تأويل سلك البخارى فيه طريق أهل التأويل ، وليس الأمر كذلك .

قال الحافظ : « في رواية النسفى (٤) ، وقال معمر : فذكره ، ومعمر هذا هو أبو عبيدة [معمر] بن المثنى ، وهذا كلامه في مجاز القرآن ، لكنه بلفظ :

(١) الآيتان ٢٦ و ٢٧ من سورة الرحمن .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٦ ص ٢٧٢ .

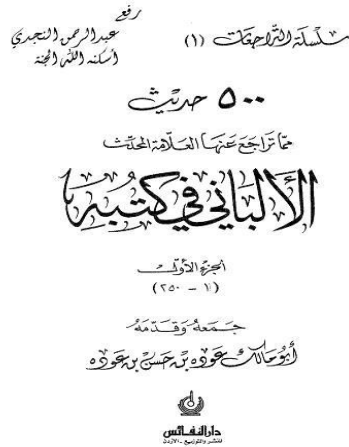
(٣) انظر الفتح ج ٨ ص ٥٠٥ .

(٤) النسفى من رواية الصحيح عن البخارى .

আলবানী সাহেবের তাহকীকের প্রকৃত অবস্থা

এতক্ষন মোটামুটি আলবানী সাহেবের অভিযোগের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটা বিষয় অবশিষ্ট রয়েছে। ইমাম বোখারী রহ. এধরণের কথা বোখারী শরীফে বলেছেন কি না, এ বিষয়ে একটি ধূস্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন আলবানী সাহেব। যারা আলবানী সাহেবের তাহকীকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন, তারা আলবানীর এই কথায় সন্দেহে প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। অথচ তারা কখনও বিষয়টি যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। অন্যদেরকে অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করলেও এদের মধ্যে যে পরিমাণ অন্ধ অনুসরণ ও গোড়ামী দেখা যায়, তা অন্য কারও মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। তাদের ভাবখানা এমন যেন আলবানী সাহেব কোন ভুলই করতে পারেন না। অন্যের নামে অপপ্রচারে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেয়ার চেষ্টা অনেক কল্যাণকর। আশা করি তথাকথিত লা মাযহাবী ও সালাফী ভাইগণ বিষয়টি অনুধাবন করবেন।

১. উদা বিন হাসান উদা ৫০০ হাদীসের একটি সঙ্কলন বের করেছেন। এই কিতাবে যে ৫০০ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো মূলত: আলবানী সাহেবের তারাজু বা পূর্বের মতামত থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আলবানী সাহেব পূর্বে একটা হাদীসকে সহীহ বলেছেন, পরে মত পরিবর্তন করে সেটাকে যয়ীফ বলেছেন। এধরনের রুজু দু'একটি হাদীসে ঘটেনি। এখানে মোট পাচ শ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এই কিতাবটি আলবানী সাহেব এর নিজস্ব ওয়েব সাইট আলবানী ডট নেটে পাওয়া যায়। নিচের লিংক দেকে ডাউন লোড করুন। <http://www.alalbany.net/?p=5282>



২. আবুল হাসান মুহাম্মাদ হাসান আশ-শায়খ আলবানী সাহেব এর রুজু বা পূর্বের মতামত থেকে প্রত্যাবর্তনের উপর একটি সঙ্কলন বের করেছেন। এখানেও ৩০০ এর বেশি হাদীসের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাবটি আলবানী ডট কমে পাওয়া যাবে। নিচের লিংক থেকে ডাউন লোড করুন।

<http://www.alalbany.net/?p=5262>

৩. আলবানী সাহেবের তারাজু নিয়ে লেখা আরেকটি কিতাব হলো, আত-তাম্বিহাতুল মালিহা আলা মা তারাজায়া আনহুল আল্লামা আল-আলবানী। এটি নিচের লিংক থেকে ডাউন লোড করুন। এ কিতাবেও আলবানী সাহেব এর সহীহ ও যযীফ বলার ক্ষেত্রে পূর্বের মত থেকে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলবানী সাহেবের রুজু করা হাদীস সঙ্কলন করা হয়েছে। ডাউনলোড লিংক,

<http://www.alalbany.net/?p=5043>

৪. আলবানী সাহেব পূর্বের অবস্থান থেকে ফেরার পাশাপাশি প্রচুর স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন। একই রবীকে কোথাও যযীফ, কোথাও সহীহ বলা, একই হাদীসকে কোথাও সহীহ এবং কোথাও সহীহ বলাকে তানাকুয বা স্ববিরোধীতা বলে। আলবানী সাহেব এতো বেশি পরিমাণ স্ববিরোধীতা করেছেন যে, এ বিষয়ে তিনি অনেক সমালোচনার মুখে পড়েছেন। একজন সুস্থ ধারার মুহাদ্দিস দু'একটি হাদীসের ক্ষেত্রে এমন করতে পারেন, কিন্তু তিনি শত শত হাদীসের ক্ষেত্রে এধরনের স্ববিরোধিতা করেছেন। শায়খ হাসান বিন আলী আস-সাক্লাফ আলবানী সাহেবের এ ধরনের স্ববিরোধীতার উপর কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, তানাকুযাতুল আলবানিল ওয়াজিহাত। এটি তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তিন খন্ডে আলবানী সাহেবের মোট ১৩০০ স্ববিরোধী বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক দাবী করেছেন, আমি আলবানী সাহেবের মোট সাত হাজার স্ববিরোধী বক্তব্য পেয়েছি। এই তিন খন্ডে আমি ১৩০০ বক্তব্য প্রকাশ করেছি। বাকীগুলো তিনি আস্তে আস্তে প্রকাশ করবেন।

লেখক তার বইয়ের কভার পেজে এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। দেখুন,

هذا الكتاب

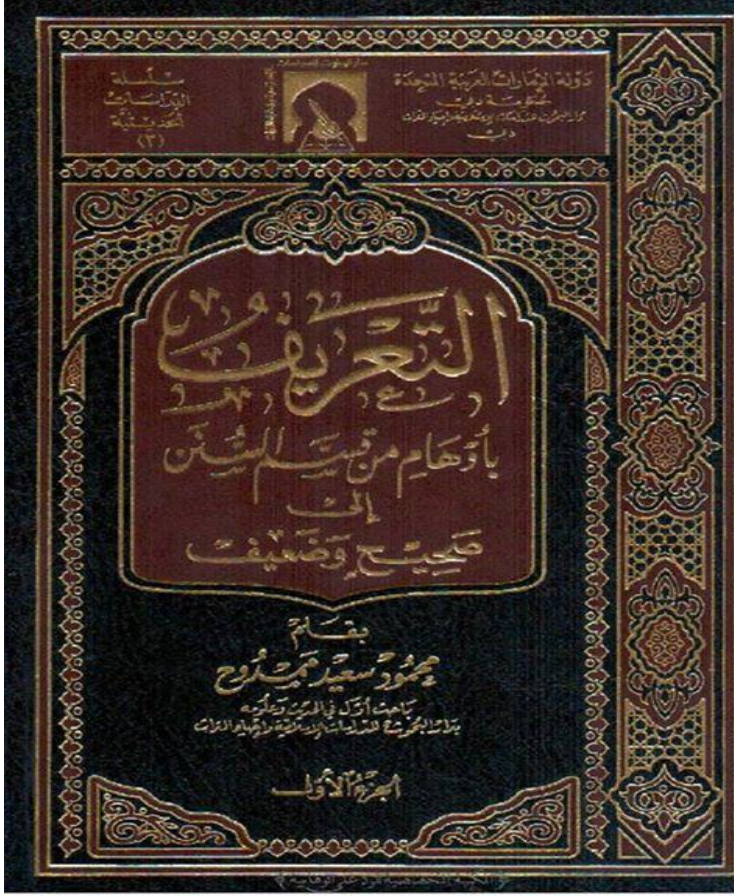
إن هذا الكتاب يبين لكل متصف بعيد عن العصبية أنّ الألباني ليس شخصاً معصوماً بل ولا هو عمدة في الرجوع إليه في تحقيق علم الحديث النبوي وما يتعلق به !! وهو غير منزّه من الوهم والخطأ !! بل هو واقع في آلاف التناقضات والأخطاء بل والتدليسات التي تجعله في مصاف من لا يجوز الرجوع إليه والتعويل عليه في هذا المضمار البتة !! فما يُرميه في موضع من كتبه ينقضه في موضع آخر زيادة على أنه يسفّه في كل موضع من يقول بخلاف كلامه مع أنه هو القائل بذلك قبلاً أو بعداً !! فقول من قال إنّ هذا الرجل فاق السابقين بوقوفه على مخطوطات الحديث النادرة وأطراف الحديث وطرقه سراب لا حقيقة له يظنه بعض المفتونين به حقيقة ثابتة يجدها منسوفة في هذا الكتاب بالأدلة والبراهين العلمية وبكلماته المتناقضة في نفس كتب هذا المتناقض !! ومولفاته !!

وكنّت في الجزء الأول من التناقضات قد ذكرت (٣٠٠) تناقضاً أو خطأ وممسكاً عليه ، وفي الجزء الثاني ذكرت (٦٥٢) وفي هذا الجزء أوردت نحو (٤٠٠) فصار مجموع ما أخرجته له في كتاب التناقضات في هذه الأجزاء الثلاثة نحو (١٣٥٢) خطأ أو تناقضاً ووهماً وهي دالة على كثرة تناقضاته وأخطائه ومؤكدّة على عدم جواز الرجوع لكتبه وأقواله !! هذا عدا ما ذكرته في كتب أخرى أيضاً . من: نقضتكم أخطاؤه لزواله وتدليلنا !!

وكنّت قد كتبت على مغلّف الجزء الثاني من التناقضات أنني وقفت له على نحو (٧٠٠٠) خطأ ما بين تناقض وغلط فادح حسب موازين علم الحديث الشريف !! وسأتابع إن شاء الله تعالى إخراج هذه التناقضات وغيرها في أجزاء التناقضات القادمة نسأل الله سبحانه الإعانة والتوفيق !!

৫. শায়খ সাইদ আল মামদুহ আলবানী সাহেব এর সহীহ ও যয়ীফ এর উপর তুলনামূলক আলোচনা করে ইলমুল হাদীসের আঙ্গিকে আট শ হাদীসের ব্যাপারে আলবানী সাহেবের ভুল ধরেছেন। অথাৎ একটা হাদীস আলবানী সাহেব এর নিকট যয়ীফ, কিন্তু সেটি বাস্তবে সহীহ আবার একটি হাদীসকে তিনি সহীহ বলেছেন, বাস্তবে সেটি যয়ীফ, এজাতীয় আট শ হাদীসের উপর

আলোচনা করেছেন। তিনি এর উপর, আত-তা'রীফ বিআওহামি মান কাস সামাস সুনান ইলা সহীহ ও যয়ীফ নামে ছয় খন্ডের কিতাব লিখেছেন। প্রত্যেক খণ্ডই প্রায় ৫০০ পৃ. এর উপরে।



৬. শায়খ হাম্মাদ বিন হাসান আল-মিসরী ৩০০ শ এর বেশি রাবীর জীবনী আলোচনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে আলবানী সাহেব বলেছেন, তাদের কোন জীবনী কোন কিতাবে পাইনি অথবা তারা অপরিচিত, অথচ তাদের জীবনী তিনি যে কিতাব দেখেছেন তাতে বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা পরিচিত রাবী। তিনি নাম্বার সহ প্রত্যেক রাবীর নাম ও তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করেছেন। নিচের সাইটে তার আলোচনা গুলো পাওয়া যাবে।

<http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=316200>

আলবানীর সাহেব ভুল-ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করে বাজারে নিয়মিত নতুন নতুন বই আসছে। এর অধিকাংশ বইয়ের লেখক আলবানী সাহেব এর ছাত্র ও সালাফী ঘরানার আলেম। সুতরাং এসমস্ত

ভুলের ব্যাপারে অবগত না হয়ে যেসমস্ত সালাফী বন্ধুরা অন্ধভাবে, যাচাই-বাছাই ছাড়া আলবানী সাহেবের অনুসরণ করছেন, তাদেরকে অন্ধ অনুসারী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

চূড়ান্ত আলোচনাঃ

আলবানী সাহেব তার আলোচনায় ইমাম বোখারীর ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন (শুধু মাত্র নাসাফীর নুসখায় আছে)। বিষয়টির মূল ভিত্তি কী সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে কিছু মৌলিক কথা বুঝে নেয়া দরকার।

ইমাম বোখারী থেকে যারা বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন:

ইমাম বোখারী থেকে অনেকেই বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

১. আবু আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মাতার ইবনে সালেহ বিন বাশার আল-ফারাবরী রহ: তিনি ইমাম ফারাবরী নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম ফারাবরী থেকে মোট সাতজন বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মা'কিল আন-নাসাফী রহ. (মৃত: ২৯৫ হি:)

আমাদের আলোচনায় ইমাম নাসাফী রহ. এর রেওয়াজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা।

৩. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি রেওয়াজ করেছেন, হাম্মাদ বিন শাকের আন-নাসাফী (মৃত: ৩১১)

৪. আবু ত্বলহা মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আল-বাযদাবী আন নাসাফী (মৃত: ৩১৯ হি:)।
অর্থাৎ ইমাম বোখারী রহ. থেকে বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন, এমন তিন জন মুহাদ্দিস নাসাফী
নামে প্রসিদ্ধ।

৫. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে
ইসমাইল আল-মাহামেলী রহ. (মৃত: ৩৩০ হি:)

এবার বোখারী শরীফের নুসখা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করবো।

বোখারী শরীফের নুসখা সমূহ:

বোখারী শরীফের মোট উনিশটি নুসখা রয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ফয়যুল
বারীতে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। এই নুসখারগুলোর মাঝে সামান্য যে পার্থক্য রয়েছে,
পরবর্তী নুসখাগুলো এই বিষয়গুলো সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ একটা নুসখাকে মূল
সাব্যস্ত করে অন্যান্য নুসখার তারতম্যগুলোর প্রতি টীকায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনে হাজার
আসকালানী রহ. প্রায় সকল নুসখার পার্থক্য সম্পর্কে ফাতহুল বারীতে আলোচনা করেছেন।

বোখারী শরীফের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নুসখা হলো, আল্লামা শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. (৭০১ হি:)
এর নুসখা। এখানে অন্যান্য নুসখার পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য নুসখার পার্থক্য
বোঝানোর জন্য যে এখানে যে অক্ষরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. হা (ه), ইমাম আবু যর হারাবী রহ. এর নুসখা বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

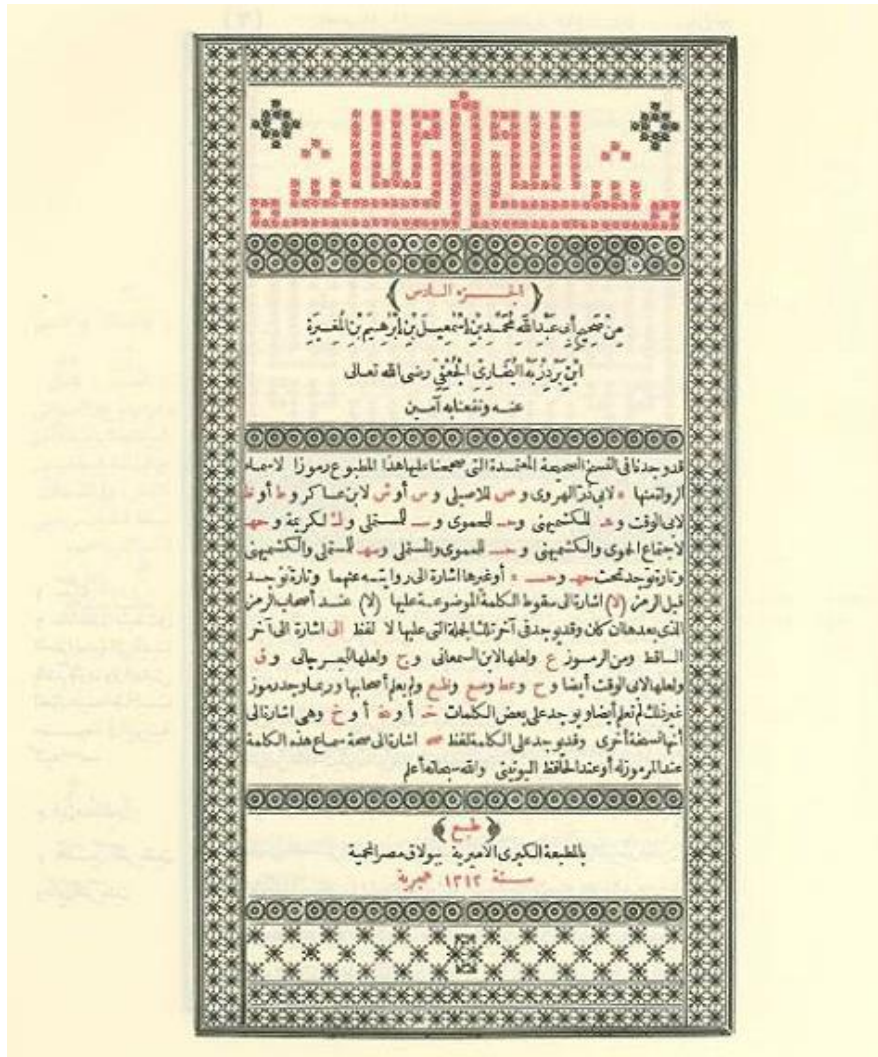
২. সোয়াদ (ص) ইমাম আসিলি রহ. এর নুসখা বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. সিন (س) অথবা শিন (ش) এটি ইবনে আসাকির রহ. এর নুসখা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত
হয়েছিলো।

৪. ত্ব (ط) অথবা জ (ظ) ইমাম আবু ওয়াক্তর রহ. এর নুসখার জন্য।

৫. লম্বা হা (هـ) ইমাম কুশমিহিনি রহ. এর নুসখার জন্য।
৬. হা, (ح) ইমাম হামাবী রহ. এর নুসখার জন্য।
৭. লম্বা সিন, (س) ইমাম মুসতামালি রহ. এর নুসখার জন্য।
৮. কাফ, (ك) কারীমা রহ. এর নুসখার জন্য।
৯. আইন, (ع) ইবনুস সামআনী রহ. এর নুসখার জন্য।
১০. জিম, (ج) আল্লামা জুরজানী রহ. এর নুসখার জন্য।

নিচের প্রিনশটটি দেখুন, ১৩১২ হি: তে বুলাক থেকে প্রকাশিত শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখার প্রিনশট,



উপরের বিষয়গুলো বুঝলে ইমাম বোখারী রহ.এর বক্তব্যটি বোখারীতে আছে কি না বুঝতে সহজ হবে।প্রথম কথা হলো, ইমাম বোখারী রহ. উক্ত বক্তব্যটি সূর্যের মতো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ বক্তব্যের ব্যাপারে কোন নুসখাতে কোন বিরোধ নেই। সকল নুসখাতে এটি রয়েছে। এবং এ পর্যন্ত কেউ এই বিরোধের কথা বলেননি। আর ভবিষ্যতেও আলবানী সাহেবের অন্ধ ভক্তরা ছাড়া আর কেউ বলবে না। কারণটি বিশ্লেষণ করছি।

আলবানী সাহেবের মূল দাবী ছিলো, আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা বোখারী শরীফে নেই। আর থাকলেও কিছু নুসখায় আছে।

আলবানী সাহেব কিভাবে একটি ধ্রুব সত্যকে এভাবে সন্দেহের আবরণে ঢাকতে চাইলেন, তা আমাদের অজানা। তিনশ এর বেশি রাবীর জীবনী সম্পর্কে বলেছেন, তাদের জীবনী নেই কিংবা আমি পাইনি, অথচ হুবহু যে কিতাব তিনি দেখেছেন সেটাতেই উক্ত রাবীর জীবনী রয়েছে। এভাবে তাহকীক না করে কথা বললে আস্তে আস্তে মানুষ বোখারী শরীফের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। তিনি ইচ্ছায় হোক, কিংব অনিচ্ছায়, এতো বড় একটা কথা বলার আগে একটু তাহকীকের প্রয়োজন ছিলো।

আলবানী সাহেবের পূর্বে বোখারী শরীফ থেকে যারা উক্ত বিষয়টি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

১. ইবনুল কাইয়িম রহ. (৭৫১ হিঃ) তিনি তার হাদীল আরওয়াহ (খ. ১, পৃ. ৯৬) কিতাবে বোখারী শরীফ থেকে এটি উল্লেখ করেছেন।

২.ইমাম মাওয়ারদী রহ. (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) তার বিখ্যাত তাফসীর আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তাফসীরে মাওয়ারদীতে ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইবনে কাসীর রহ. (৭০০-৭৭৪ হি:) তার তাফসীরে ইবনে কাসীরে এটি উল্লেখ করেছেন। খন্ড.৬, পৃ.২৬২। অবশ্য ইবনে কাসীর রহ. ইমাম বোখারীর রেফারেন্সে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন,

إلا ما أريد به وجهه، أي {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} : وقال مجاهد والثوري في قوله وحكاة البخاري في صحيحه كالمقرر له

অর্থাৎ ইমাম মুজাহিদ রহ. ও সুফিয়ান রহ. আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয়েছে, তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমাম বোখারী রহ. উক্ত তাফসীরটি গ্রহণ করে বোখারী শরীফে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন।

৪. উমদাতুল কারীতে আল্লাম বদরুদ্দিন আইনী রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি নুসখার ভিন্নতার কোন কথা বলেননি।

৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে উক্ত কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে নুসখার কোন ভিন্নতার কথা বলেননি।

৬. বর্তমানে সবাইকে ইমাম শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখার উপর ভিত্তি করে চলতে হয়। শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখাটি ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ. (৮২১-৯২৩ হি:) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ক্বাসতাল্লানী রহ. এর এই নুসখার গুরুত্ব অপরিসীমা। যেমনটি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ফয়যুল বারীতে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, ফয়যুল বারী, খ.১ পৃ. ৩৭-৩৮। ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ. বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইরশাদুস সারী এর মতন হিসেবে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন,

وتحو ذلك وأما ما جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط (٣٨١) لم يميزه دفعه البسه وان صدقه جازله

الرفع اليه ولا يلزمه حتى يقيم البيعة هذا كله اذا جاءه قبل ان يملكها الملتقط فأما اذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله ان يديم حفظها صاحبها وله ان يملكها سواء كان غنيا أو فقيرا فان أراد غنمها فغني يملكها فيه أو جسه لاصحابنا أصحابه لا يملكها حتى يانظ بالملك بأن يقول غنمكم أو واخترت غنمكم والشأن لا يملكها الا بالتصرف فيها بالبيع وشحوه والثالث بكفبه نيبة الثلث ولا يحتاج الى لفظ والرابع يملك بمجرد مضي السنة فاذا غنمها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه بل هو كسب من اكسبه لامطالبة عليه في الآخرة وان جاء صاحبها بعد غنمها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة فان كانت قد تملك بعد الثلث لزم الملتقط بلها عندنا وعند الجمهور وقال داود لا يلزمه وانتم أعلم (قوله فضالة الغنم قال لث أو لا خيلك أو للذئب) معناه الاذن في أخذها بخلاف الابل وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الابل مستغنية عن يحفظها لاستقلالها بجدها ثم وسقها وورودها للمواشي صبر وامتناعها من الذئب وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلان تأخذها لانها معرضة للذئب وضعة عن الاستقلال فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها والذئب فلهذا جاز أخذها دون الابل ثم اذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لم يرضه غرامتها عندنا وعندنا حتى حنفته رضى الله عنه وقال مالك لا تلزمه

ذراعا وعندنا بن أبي حاتم ثمانون ذراعا في أربعين • (مسلمين) ولا يبي ذراعا يصير يأتونى مسابن أى (طائعين) قاله ابن عباس فيما وصله الطبري • (ردف) أى قوله عسى أن يكون ردف قال ابن عباس (أقرب) فمضمون ردف معنى فعل يتعدى باللام وهو اقرب أو أزف لكم وبعض الذى فاعل به أو ردف مفعوله محذوف واللام للعلة أى ردف الخلق لاجللكم أو اللام من بدت في المفعول نأ كيدا كزبادتهم فى قوله لهم برهبون أو فاعل ردف ضمير الوعد أى ردف الوعد أى قرب ودنا مقتضاه ولكم خبر مقدم وبعض مبتدأ مؤخر • (جامعة) فى قوله وزرى الجبال فجمعها بباء مبدية أى (قائمة) قاله ابن عباس • (أوزعنى) فى قوله رب أوزعنى أى (اجعلنى) أزع شكر نعمتك عندى • (وقال مجاهد) فيما وصله الطبري فى قوله (انكروا) أى (غبروا) لها عرشها الى حاله تنكروا اذا رأى روى انه جعل أسنله أعلاء وأعلام أسنله ومكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الاخضر أحمر • (وأوتينا العلم) قال مجاهد (بقوله سليمان) وقال فى الانوار والباب وغيرهما من قول سليمان وقومه فالضمر فى قبلها عائذ على بلقيس فكان سليمان وقومه قائلوا انهم اقدأ صابت فى جوابها وهى عائذ وقد رزقت الاسلام ثم عطفوا على ذلك قولهم وأوتينا نحن العلم باقته وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المراد معتل عليها وغيرهم من ذلك شكر الله تعالى فى أن خصهم بمزيد التقدم فى الاسلام قاله مجاهد وهو من ثقة كلامها فالضمر فى قبلها لراجع للمعجزة أو اشارة الى الدال عليه ما السابق والمعنى وأوتينا العلم بنبوته سليمان من قبل ظهر وهذه المعجزة وأمن قبل هذه الحادثة وذلك لما رأيت من أمر الهدى وغيره • (الصرح) هو بركة ما ضرب عليه سليمان عليه السلام (قوارير) وهو الزجاج الشفاف (ألبسها اياه) وللأصلي اياها وكان قد أتى فى هذا الماء كل شئ من دواب البحر من السمك والضفادع وغيرها ثم رضع سريره فى صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والانس وقيل انه اتخذ صفحاً من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيطان والضفادع فكان الرائي ينقله ماء

• (القصص) •

مكية وقيل الاقوله الذين آتيناهم الكتاب الى الجاهلين وهى ثمان وثمانون آية ولا يبي ذر سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وفى نسخة تقديم البسلة على سورة كل شئ هالك الاوجهه) أى (الملك) وقيل الاجلاله والاذا نه فالاستنما متصل اذ يطاق على الباري تعالى شئ (وقال) على مذهب من يمنع (الآثار) بديه وجمعا لله فيكون الاستنما متصلا أو المعنى لكن هو تعالى لم يملكه فيكون منقطعا (وقال مجاهد) فيما وصله الطبري فى قوله تعالى (الانبياء) ولا يبي ذر الوقت فعبت عليهم الاتية أى (الطبع) فلا يكون لهم ذر ولا حجة وقيل خضبت واشتهت عليهم الاخبار والاعذار (قوله انك) أى يا محمد ولا يبي ذر عن الهروي باب قوله انك (لاتهدى من احببت) هدايته أو احببته لقربائه وقد أجمع المفسرون كما قاله الزجاج انها نزلت فى أبي طالب (ولكن الله هدى من يشاء) ولا تنافى بين هذه وبين قوله فى الآية الاخرى وانك لتهدى الى صراط مستقيم لان الذى أتيت به وأضافه اليه الدعوة والذى نفي عنه هداية التوفيق وشرح الصدور هو نور يشرق فى القلب فيحييه • (وه قال) (سدتنا ابو الهيثم) الحكيم بن نافع قال (أخبرنا شبيب) هو ابن أبي حنيفة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شبيب الله (قال أخبرتني) بالافراد (سعد بن المسيب عن ابيه) المسيب بن حزن له ولاية نصبة عاص الى خلافة عثمان انه (قال لما حضرت) أبا طالب الوفاة) أى علامتها بعد ما عاينته وعدم الانتفاع بالايان لو آمن (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد عنده أباجهل) هو ابن هشام (وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة) أنه لم سلمه عام الفتح كالمسيب

قوله بعد المعانية كذا يحفظه وصوابه قبل المعانية قد بر اه (٣٦) قسطاني (سابع)

৭. আল্লামা হাবেদ সিন্দী রহ.বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। কিতাবের নাম, হাশিয়াতুস সিন্দী আলা সহিহিল বোখারী। তিনি ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটির বিশ্লেষণ করেছেন।

এভাবে আলবানী সাহেবের পূর্বে কেউ উক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেননি।

বোখারী শরীফের গ্রহণযোগ্য প্রকাশনা ও সংস্করণ:

সারা পৃথিবীতে বোখারী শরীফের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ প্রকাশনী হলো,

১. আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ উমর এর তাহকীকে মাকতাবাতুর রুশদ এর প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

২. দারু ইবনে কাসীর থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ। বয়রুত।

৩. মুহিবুদ্দিন আল-খতীব ও মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী এর তাহকীকে মাকতাবাতুস সালাফিয়া থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

৪. জমইয়াতুল মাকনাজ থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

৫. মুহাম্মাদ যুহাইর বিন নাসের আন-নাসের এর তাহকীকে দারু ত্বওকিন নাজাহ থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

এই সবগুলো প্রকাশনা বিশুদ্ধ এবং তাহকীক করা। মোট কথা, বোখারী শরীফের সকল নুসখা, প্রকাশনা ও সংস্করণে উক্ত কথাটি রয়েছে এবং ইতোপূর্বে কেউ এব্যাপারে সামান্যতম কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। এটি এমন একটি ধ্রুব সত্য যে, কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিচে বোখারী শরীফের এই বিশুদ্ধ প্রকাশনাগুলোর প্লিনশট দিচ্ছি। পাঠক, নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করুন।

১. মুহাম্মাদ বিন যুহাইর বিন নাসের আন নাসের এর তাহকীকে শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখাটি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে উপর্যুক্ত চিহ্নগুলোর মাধ্যমে নুসখার পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্ত নুসখাটিতে ইমাম বোখারী রহ. এই বক্তব্যের ব্যাপারে নুসখার কোন পার্থক্যে কথা নেই। দেখুন,

(১১২) (السنن ۱/ ۱۰۶ - ۱۰۵ - القسطنطين ۷ / ۶۸۰ - ۶۸۷) [كتاب]

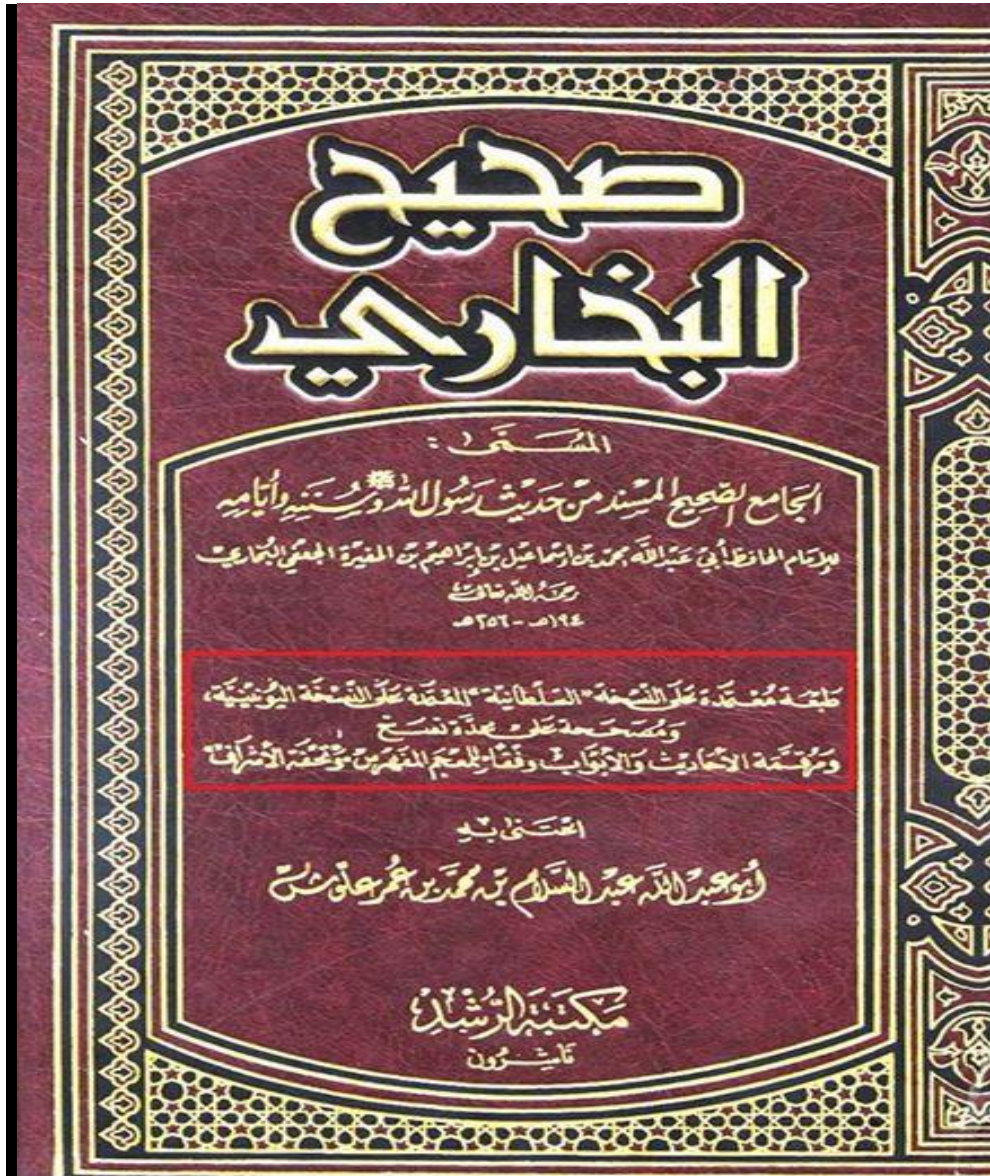
| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>أَبُو الْيَسَنِ أَخْبَرَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا قُرَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنزِلَ اللَّهُ وَأَنْتَ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً قَصُورًا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لِأَعْيُنِي عَنْكُمْ مِنَ الْقَشِيْبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ لِأَعْيُنِي عَنْكُمْ مِنَ الْقَشِيْبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَبَّاسُ الْمَطْلَبُ لِأَعْيُنِي عَنْكُمْ مِنَ الْقَشِيْبِ وَيَا سَعْدِيَّةُ عَمْرُو بْنُ رَسُولِ اللَّهِ لِأَعْيُنِي عَنْكُمْ مِنَ الْقَشِيْبِ وَيَا فَاطِمَةُ فَتَحِيْحِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لِأَعْيُنِي عَنْكُمْ مِنَ الْقَشِيْبِ • تَابِعَهُ أَبُو سَبْعٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي شَبَابٍ</p> | |
| <p>سورة ۲۷</p> | <p>﴿التِّلْ﴾</p> | <p>۱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۳ يَا يٰقُوتُ ۵ لِيَا هَا ۶ سُوْرَةُ التَّقْوِيْمِ ۷ قِيَمَةُ عَلَيْهِ ۸ قَوْلُهُ كَذَا فِي النَّسَخِ بِالْمَرْفُوعِ يَأْتِي بَعْدَ عَاطِفَةٍ ۸ بِأَقْوَمِهِ</p> |
| <p>سورة ۲۸</p> | <p>﴿التَّقْوِيْمِ﴾</p> | <p>۱ كَلِمَاتٍ هَذَلِكَ الْأَوَّلُ مِنْهَا وَقَالَ الْأَمْرُ بِهِ وَجَعَلَهُ وَقَالَ جَاهِدًا لَا يَأْتِي بِالطَّيْرِ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مِنْ أَسْبَابِهَا وَلَكِنْ أَتَمَّ يَدِي مِنْ قَدَمِي حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَنِ أَخْبَرَنَا شَيْبَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنِ السَّبْيِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِحَضْرَتِي أَبِي الْمَطْلَبُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَّيْمٌ عِنْدَهُ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ مِنْ أَيِّ أُمَّةٍ مِنَ الْغَيْبَةِ قَالَ أَيُّ عَرَبٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ أَسْمَاءَ كُلِّهَا بِهَا جَاءَتْ لِقَاءُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَعَدَدًا اللَّهُ مِنْ أَيِّ أُمَّةٍ أَرْتَجِبُ عَنْ مِلَّةِ عَبَّاسِ الْمَطْلَبِ فَلَمَّا رَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُهُ</p> |

۱۳۶۲ - طبع : ۱۳۶۱

২. মাকতাবাতুর রুশদ থেকে প্রকাশিত আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ উমর এর তাহকীকে যে বোখারী শরীফ প্রকাশিত হয়েছে, এটি মূলত: শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখার উপর ভিত্তি করে এবং অন্যান্য সঙ্গে তুলনা করে একে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রকাশ কর হয়েছে। কভার পেজে লেখা রয়েছে,

المعمدة علي النسخة اليونانية و مصححة علي طبعة معمدة علي النسخة السلطانية
عدة نسخ

অর্থাৎ এই সংস্করণটি সুলতানিয়া নুসখার উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছে। সুলতানিয়া নুসখার মূল ভিত্তি হলো, ইউনিনি নুসখা। এবং বিভিন্ন নুসখার আলোকে একে বিশুদ্ধ করা হয়েছে। দেখুন,



ইমাম বোখারীর উক্ত কথাটি এখানেও রয়েছে। দেখুন,

৬৫) كتاب التفسير - سورة الشعراء: النمل: القصص (৬৭) ب ১ - ১২ ح ১/ ১ - ১৭৭২

لَهَبٍ: تِلْكَ لَمَّا نَزَلَ الْيَوْمَ، أَيْ هَذَا جَمْعُكَ، فَتَرَكْتَ: ﴿تِلْكَ تِلْكَ أَوْ لَهَبٍ وَتِلْكَ﴾ مَا لَقِيَ عَشْرَةَ مَائًا وَمَا كَسَبَتْ ﴿﴾. (طبره: ১৭৭২).

১৭৭১ - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله: ﴿وَلْيَذُرْ خَيْرَكَ الْأَقْرَبَ﴾ ﴿﴾. قال: «ها تعشرون فرسي - أو خمسة نخوما - اشقروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناب لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، وها ضبيعة عممة ورسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، وها فاطمة بنت محمد ﷺ، سليمان ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً». تابعة أصحح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب. (طبره: ১৭৭২).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّملِ - ২৭

وَ تِلْكَ لَمَّا نَزَلَ مَا جَاءَتْ، ﴿لَا يَذُرْ﴾ ﴿﴾ لَا خَافَةَ. ﴿النَّارِ﴾ ﴿﴾ كُلُّ مَلَأَ بِمَلَأِ أَجْزَاءَ مِنَ الْقَوَابِرِ، وَالضَّرِيقُ: الْفُضْرُ، وَجَمَاعَةٌ ضُرُوعٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَمَّا نَزَلَ خَيْرُكَ﴾ ﴿﴾ سِرِّيرٌ غَرِيمٌ، حُسْنُ الْمَشْعُورَةِ وَخَلَاءُ السَّمَنِ. ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ تِلْكَ بَيْنَ. ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ وَقَالَ سُجَاعِي: ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾. ﴿وَلَمَّا نَزَلَ﴾ ﴿﴾ يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ، الْمُسْرُوحُ بِرُحْمَةِ مَاءٍ، حَرَبَتْ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَابِرَ، أَلْتَسَّهَا إِثَارًا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقَصَصِ - ২৮

﴿كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَانَتْ إِلَّا رَيْبَ﴾ ﴿﴾ ﴿لَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْنَا﴾ ﴿﴾ وَقَالَ: ﴿إِلَّا مَا أَرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ﴾. وَقَالَ سُجَاعِي: ﴿الْأَيْتَةُ﴾ ﴿﴾ ﴿الْحَجَّجُ﴾.

১/১ - باب

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ﴿﴾ ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ ﴿﴾ ﴿٥٧﴾ ১৭৭২ - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه قال:

وَالْأَيْتَةُ جَمْعُ أَيْتَةٍ، وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ. ﴿يَذُرُ النَّارَ﴾ ﴿﴾ ﴿١٨٩﴾ إِفْلَاحَ الْعَلَبِ يَسْأَمُهُ. ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿الْحَمْرُ﴾ ﴿﴾ مَعْلُومٌ. ﴿النَّارِ﴾ ﴿﴾ ﴿النَّارِ﴾ ﴿﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ قَلِيلَةٌ. ﴿وَالْمُتَّقِينَ﴾ ﴿﴾ ﴿٢١٩﴾ الْمُتَّقِينَ.

قال ابن عباس: ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿١٧٩﴾ ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ الرِّيحُ: الْأَيْقَاعُ مِنَ الْأَرْضِ، وَجَمْعُهُ رَيْعَةٌ وَأَرْيَاقٌ، وَاجِدُ الرَّيْعَةِ: ﴿مَسْبُوحٌ﴾ ﴿﴾ كُلُّ بَنَاءٍ مَفْعُولٌ مَفْعُوتَةٌ. ﴿فَرَسِينَ﴾ ﴿﴾ ﴿١٨٩﴾ مَرْجِي، ﴿فَرَسِينَ﴾ ﴿﴾ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: ﴿فَرَسِينَ﴾ ﴿﴾ حَاوِيِينَ. ﴿تِلْكَ﴾ ﴿﴾ ﴿١٨٩﴾ أَشَدُّ الْقَسَادِ، عَاتٍ بَعِيثٌ غَيَا. ﴿وَالْحَيْلَةَ﴾ ﴿﴾ ﴿١٨٩﴾ الْخَلْقُ، حَيْلٌ حَلِيٌّ، وَمِثْلُ حَيْلًا وَحَيْلًا وَحَيْلًا يَتِيهِ الْخَلْقُ.

১/১ - باب

﴿وَلَا تَقْرَأُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ﴾ ﴿﴾ ﴿١٨٧﴾

১৭৬৮ - وقال إبراهيم بن خلفان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: «إن إبراهيم عليه السلام والسلام رأى أباة يوم القيامة عليه العبرة والقرعة». العبرة من القرعة. (طبره: ১৭৬৮).

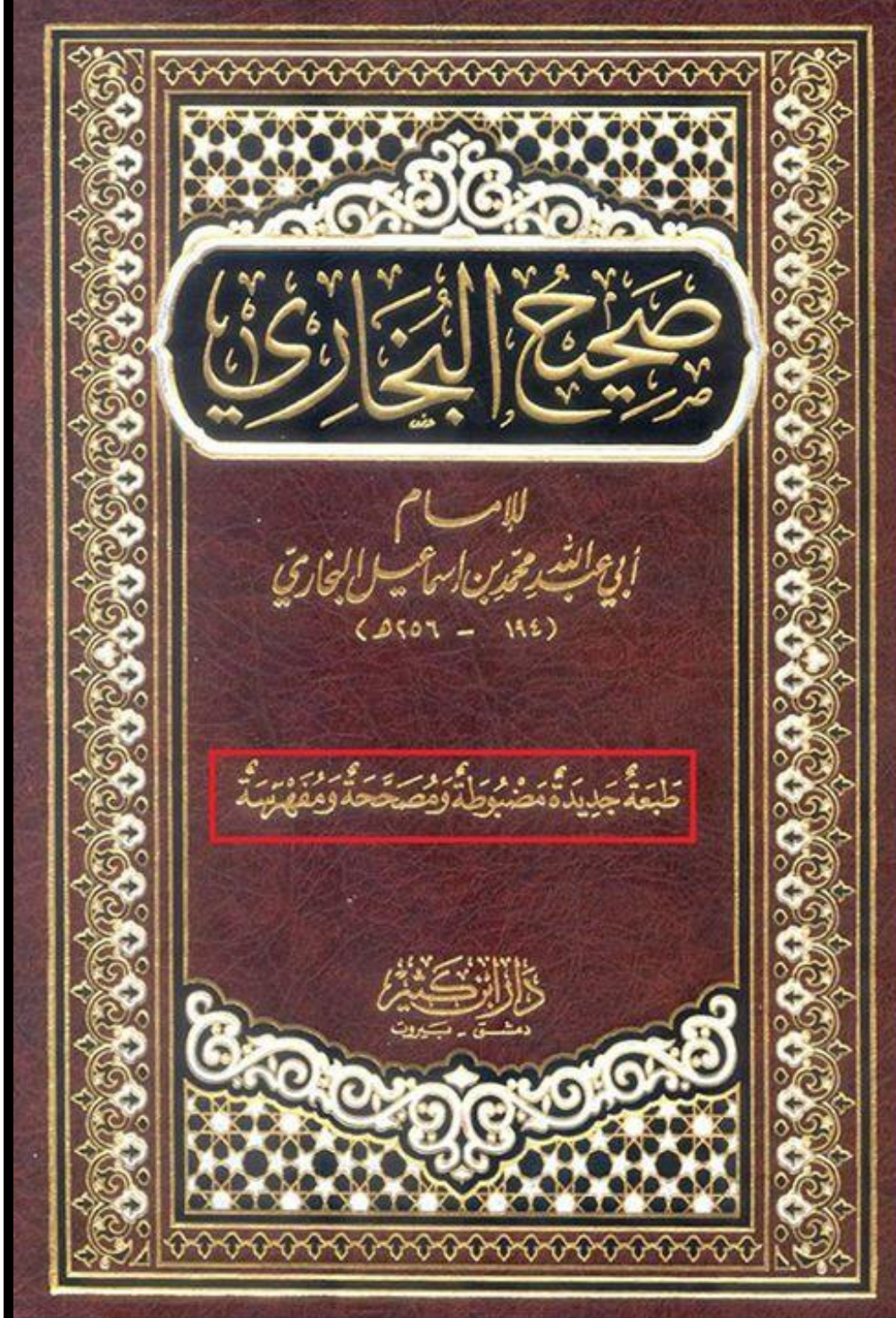
১৭৬৯ - حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: «بلغ إبراهيم أباه، فيقول: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزي يوم تتلون، فيقول الله: إني عزمت الجنة على الكافرين». (طبره: ১৭৬৯).

২/২ - باب

﴿وَلْيَذُرْ خَيْرَكَ الْأَقْرَبَ﴾ ﴿﴾ ﴿وَلْيَسْ﴾ ﴿﴾ ﴿٢١٤﴾ ﴿٢١٤﴾ أَيْنَ جَانِبِكَ

১৭৭০ - حدثنا عمر بن حفص بن جيات: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس ﷺ، قال: لما نزلت: ﴿وَلْيَذُرْ خَيْرَكَ الْأَقْرَبَ﴾ ﴿﴾ ﴿٢١٤﴾. حذت النبي ﷺ على الضم، فجعل يتأدي: «يا بني فهد، يا بني عدي». يظنون فرسي، حتى اشتتموا، فجعل الرجل إذا لم يشفع أن يخرج أرسل رسولاً لينظروا ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن غيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصديقي». قالوا: نعم، ما جرتنا عليك إلا صدقاً، قال: فإني لأذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو

৩. দারুল ইবনে কাসীর দামেশক থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফের কভার পেজে লেখা রয়েছে, *طبعة جديدة مضبوطة مصححة* অর্থাৎ একটি নতুন, বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংস্করণ। লক্ষ্য করুন,



দারুল ইবনে কাসীরের এই প্রকাশনাতেও উক্ত কথাটি রয়েছে,

(২৭)

سورة النفل

﴿الْحَبَّة﴾ ما خبأت . ﴿لَا قِيلَ﴾ لا طاقة . ﴿الْصَّرْحُ﴾ كلُّ مَلَاطٍ اتَّخَذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ، وَالصَّرْحُ : الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَلَمَّا عَرَسَ﴾ : سَرِيرٌ ، ﴿كَرِيمٌ﴾ : حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ . ﴿مُسْلِمِينَ﴾ : طَائِعِينَ . ﴿رَدَقَ﴾ : اقْتَرَبَ . ﴿جَامِدَةٌ﴾ : قَائِمَةٌ . ﴿أَوْزَعِي﴾ : اجْعَلْنِي . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿تَكَرَّرُوا﴾ غَيَّرُوا . وَالْقَبَسُ : مَا اقْتَبَسَتْ مِنْهُ النَّارُ . ﴿وَأَرْوِينَا الْيَلْمَرَ﴾ يَقُولُهُ سَلِيمَانٌ . ﴿الْصَّرْحُ﴾ : بَرَكَةُ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سَلِيمَانٌ قَوَارِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ .

(২৮)

سورة القصص

﴿كُلُّ شَيْءٍ بِهَا لِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ . إِلَّا مُلْكُهُ . وَيُقَالُ : إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿فَعَيَّبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ : الْحَجَجُ

١ - بَابُ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

٤٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ : أَيُّ عَمٍّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : أترغب عن ملةِ عبيدِ المطلبِ؟ فلم يزل رسولُ اللهِ ﷺ يعرضُها عليه ويُعيدانهُ بتلكِ المقالةِ حتى قال أبو طالبٍ آخرَ ما كلمهم : على ملةِ عبدِ المطلبِ ، وأبي أن يقول : لا إله إلا اللهُ . قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : لا استغفرنَّ لك ما لم أُنَّه عنك . فأنزل اللهُ ﴿ مَا كَانَتْ لِلشَّيْءِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

قال ابن عباس ﴿أزلي القوة﴾ : لا يرفعها العصبه من الرجال . ﴿لَسْنَا﴾ : لِنَتَقَلُّ . ﴿فَرِيحًا﴾ : إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى . ﴿الْفَرِحِينَ﴾ : الْمَرْحِينَ . ﴿قُصِيهَ﴾ : اتَّبَعِي أُنْزَهُ . وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقْصُصَ الْكَلَامُ ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ : ﴿عَنْ جُثُبٍ﴾ بُعِيدٌ ، وَعَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَنْ اجْتِنَابٍ أَيْضًا . وَيَبْطِشُ وَيَبْطِشُ . ﴿يَأْتِيرونَ﴾ : يَتَشَاوَرُونَ . الْعُدْوَانُ وَالْعَدَاءُ وَالْتَعَدِّي وَاحِدٌ ، ﴿مَأْسِكٌ﴾ : أَبْصَرَ . الْجَذْوَةُ : قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ .

৪. মুহিব্বুদ্দিন আল খতীব এর তাহকীকে সহীহ বোখারী প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও ইমাম বোখারীর উক্ত বক্তব্যটি রয়েছে।

২৭৩

الحديث ٤٧٧١ - ٤٧٧٢

ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصُّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي : يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عُدَيْ - لِبَطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ عِيْلًا بِالْوَادِي تَرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَسْمَاءَكُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا : نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا . قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : نَبَأُ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلْهَدْنَا جَمْعَتَنَا؟ فَزَلَّتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ . مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾

٤٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا . يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا . وَيَا قَادِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَلِّبِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالٍ ، لَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا . تَابِعَهُ أَصْبَغُ بْنُ ابْنِ وَهَبٍ عَنِ ابْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

٢٧ - سورة التعل

﴿ الْحَبَاءِ ﴾ مَا حَبَأْتُ . ﴿ لَا قِبَلَ ﴾ لَا طَاقَةَ . ﴿ الصُّرْحُ ﴾ : كُلُّ مَلَاطٍ اتَّخَذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ، وَالصُّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَهَا عَرَشٌ ﴾ : سِرِيرٌ ، ﴿ كَرِيمٌ ﴾ : حُسْنُ الصَّنِيعَةِ وَغَلَاءُ الشَّعْرِ . ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ : طَائِعِينَ . ﴿ رَدَفٌ ﴾ اقْتَرَبَ . ﴿ جَامِدَةٌ ﴾ : قَائِمَةٌ . ﴿ أَوْزَعِي ﴾ : اجْعَلِي . وَقَالَ مجاهد ﴿ نَكَّرُوا ﴾ : غَيَّرُوا . وَالْقَيْسُ : مَا اقْتَبَسَ مِنَ النَّارِ . ﴿ وَأَوْتِنَا الْعِلْمَ ﴾ يَقُولُهُ سَلِيمَانُ . ﴿ الصُّرْحُ ﴾ : بَرَكَةٌ مَاءٌ ضَرَبَتْ عَلَيْهَا سَلِيمَانُ قَوَارِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ

٢٨ - سورة القصص

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ . إِلَّا مُلْكُهُ . وَيُقَالُ : إِلَّا مَا أَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَقَالَ مجاهد ﴿ فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ ﴾ :

الحجج

١ - باب ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾

٤٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ : أَيُّ عَمٍّ ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : أُرْتَعِبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرُضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَيُّ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٥٢٦ ٥٣ ج ٥٣ الجامع الصحيح)

সংক্ষিপ্ত কথা হলো বোখারী শরীফের সকল নুসখা ও সংস্করণে উক্ত কথাটি রয়েছে। নুসখার ভিন্নতার দাবী মনগড়া, তাহকীকবিহীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অমূলক বৈ কিছুই নয়। আলবানী সাহেবের তাহকীকের প্রকৃত অবস্থা শিরোনামে কিছু আলোচনা হয়েছে। এটা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন, আলবানী সাহেব অসতর্ক অবস্থায় অনেক কথা ও তথ্য দিয়েছেন, যা আসলেই ভুল। পরবর্তীতে হয়তো তিনি নিজেই তার বিরোধীতা করে স্ববিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছেন। তিনি অসংখ্য রাবীর জীবনী সম্পর্কে বলেছেন, তার জীবনী আমি পাইনি কিন্তু তিনি যে কিতাবের কথা বলেছেন, হুবহু সেই কিতাবেই উক্ত রাবীর জীবনী বিদ্যমান রয়েছে।

আলবানী সাহেব যে বলেছেন, ইমাম বোখারীর উক্ত কথাটি কিছু নুসখায় রয়েছে, তার এই কথার মূল ভিত্তি কী?

আলবানী সাহেব এর বক্তব্যের ভিত্তি:

এখানে আলবানী সাহেবের ব্যাপারটি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি কথার মতো হয়েছে, অর্থাৎ এখানে প্রস্তাব করিবেন, না করিলে ৫০ টাকা জরিমানা। ফাতহুল বারী তে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যেই শব্দটির ভিন্নতার কথা আলোচনা করেছেন, সেটি হলো, **وقال معمر** অর্থাৎ এই শব্দটি বোখারী শরীফের ইমাম ফারাবরী রহ. এর নুসখাতে রয়েছে। এটি কোন অসম্ভব কিছু নয়। ইমাম বোখারী উক্ত তাফসীরটি ইমাম মা'মার এর সূত্রে বর্ণনার কথা শুধু ফারাবরী রহ. এর নুসখায় থাকায় এ ব্যাপারে ইবনে হাজারী আসকালানী রহ. নুসখার ভিন্নতার কথা বলেছেন। উক্ত ব্যাখ্যার ভিন্নতার কথা বলা হয়নি। পরের বক্তব্যকে পূর্বের সাথে মিলিয়ে আলবানী সাহেব এই বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যে, এই ব্যাখ্যার ব্যাপারে নুসখার ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। এটি একটি দিবালোকের ন্যায় সত্য বিষয় যে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সহ পূর্বের কেউ উক্ত ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে নুসখার ভিন্নতার দাবী করেননি। এবং বোখারীতে নেই, এই জাতীয় কথা বলেননি। নিজের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে কেবল আলবানী সাহেব এটি বলেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة القصص

يقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾: إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجهه الله، ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾: الحجج.

قوله (سورة القصص — بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسمة» لغير أى ذر والنسفى .
قوله (إلا وجهه: إلا ملكه) في رواية النسفى «وقال معمر» فذكره . ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المتنى ، وهذا كلامه في كتابه «بجاز القرآن» لكن بلفظ «إلا هو» وكذا نقله الطبرى عن بعض أهل العربية ، وكذا ذكره الفراء . وقال ابن التين قال أبو عبيدة : إلا وجهه أى جلاله ، وقيل إلا إياه ، تقول : أكرم الله وجهك أى أكرمك الله .

قوله (ويقال إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبرى أيضا عن بعض أهل العربية ، ووصله ابن أى حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله ، ومن طريق سفيان الثورى قال : إلا ما ابتغى به وجه الله من الأعمال الصالحة انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق «شئ» على الله ، فمن أجازها قال الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة ، ومن لم يجز إطلاق «شئ» على الله قال : هو منقطع ، أى لكن هو تعالى لم يهلك ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله .

قوله (وقال مجاهد : فعमित عليهم الأنباء الحجج) وصله الطبرى من طريق ابن أى نجيح عنه

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

[٤٧٧٢] ٤٥٨٧ - حدثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : «أى عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله . قال رسول الله صلى الله عليه : «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» . فأنزل الله عز وجل : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾^(١) وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ .

قوله (باب إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء) لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أى طالب ، اختلفوا في المراد بمتعلق «أحببت» فقيل : المراد أحببت هدايته ، وقيل أحببته هو لقرابته منك .

قوله (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون ، وقد تقدم بعض شرح الحديث في الجنائز .

(١) ﴿لِلنَّبِيِّ﴾ : قرأ نافع بالهمز : ﴿لِلنَّبِيِّ﴾ والباقون بالياء المشددة : ﴿لِلنَّبِيِّ﴾ .

উপরের স্ক্রিনশটে লক্ষ্য করলে দেখবেন, ব্র্যাকেটের বক্তব্য হলো, ইমাম বোখারী রহ. এর এবং এর বাইরের বক্তব্য ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর ব্যাখ্যা।

এখানে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন, [ইমাম বোখারী থেকে নাসাফী রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে, **وقال معمر**(ইমাম মা'মার বলেছেন), অতঃপর, ইমাম বোখারী রহ. উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ নাসাফীর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এটি ইমাম মা'মার এর বক্তব্য এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বোখারী এটা বর্ণনা করেছেন)। এখানে ইমাম মা'মার হলেন, আবু উবাইদা ইবনুল মুসান্না। ইমাম মা'মার তার মাজায়ুল কুরআনে এ সম্পর্কে লিখেছেন, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।] (ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য শেষ হলো)।

অর্থাৎ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর এই আলোচনার মূল হলো, আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী থেকে যারা বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম নাসাফী রহ. একটি শব্দ বেশি বলেছেন। **সেটি হলো, وقال معمر** অন্যদের বর্ণনায় এই শব্দটি নেই। অর্থাৎ অন্যদের বর্ণনায় উক্ত বক্তব্যটি সরাসরি ইমাম বোখারী থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম নাসাফী রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম বোখারী রহ. উক্ত বক্তব্যটি ইমাম মা'মার থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানে মৌলিক কথা হলো, ইমাম বোখারী রহ. কিতাবুত তাফসীরে কখনও নিজের তাফসীর বর্ণনা করেছেন, কখনও অন্যের সূত্রে তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এখানে যে তাফসীরটি উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম বোখারী রহ. থেকে যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলেই সরাসরি ইমাম বোখারীর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসাফী রহ. একে বোখারী থেকে ইমাম মা'মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বোখারী রহ. বলেছেন, ইমাম মা'মার উক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

এটি সরাসরি ইমাম বোখারী রহ. এর বক্তব্য হওয়াটাই অধিক শক্তিশালী। কারণ, ইমাম মা'মার রহ. এর মাজায়ুল কুরআনে উক্ত ব্যাখ্যাটি নেই। তবে এটি নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা, এটি ইমাম বোখারী রহ. এর নিকট অন্য সূত্রে ইমাম মা'মার রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটি পৌঁছতে পারে। এটি কোন সমস্যা নয়। এটি ইমাম বোখারীর নিজের বক্তব্য হোক, কিংবা তিনি ইমাম মা'মার থেকে বর্ণনা করুক, উভয়টি প্রমাণ করে যে বোখারী

শরীফে উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত ব্যাখ্যাটি তার নিকট বিশুদ্ধ।

সর্বশেষে চ্যালেঞ্জঃ

আমি সকল আলবানী ভক্তদের উদাত্ত আহ্বান জানাবো তারা ফাতহুল বারী কিংবা যে কোন একটা নোসখা থেকে প্রমাণ করুন, যে উক্ত বক্তব্যটি বোখারী শরীফে নেই। এভাবে নিজেরা অন্ধ অনুসরণ করে অন্যদেরকে অন্ধ বলার মানসিকতা ত্যাগ করুন। আপনাদের মাঝে অনেক আরবী জানা লোক আছে, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিন এবং ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যা বলেছেন, সেটি কি আলবানী সাহেবের বক্তব্যকে আদৌ সমর্থন করে কি না প্রমাণ করুন। যারা আলবানী সাহেবের ভুলের উপর ভুলের পাহাড় বানাতে আগ্রহী, তারা অন্ধভাবে আলবানী সাহেবের কথা মেনে নিন। আর যদি নিজেদেরকে সত্য অনুসন্ধানী দাবী করে থাকেন, তবে আপনাদের আলেমদের সহযোগিতা নিয়ে আলবানী সাহেবের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করবেন বলে আশা রাখি।

وقال مجاهد والثوري في قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } أي: إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له

[এই লেখাটি ইজহারুল ইসলাম ভাই তার ফেইসবুক আইডি Hm Ijhar এ ৫টি note আকারে লিখেছিলেন। সেখান থেকে লেখকের অনুমতি ক্রমে কিতাব আকারে সংকলন করা হল- সংকলক]